CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 June, 2021 ■ আগরতলা ১৭ জুন, ২০২১ ইং ■ ২ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কদমতলায় রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের সরসপুর ন্যায্যমূল্যের দোকান এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ভোক্তারা। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন তারা।

আজব এক ন্যায্যমূল্যের দোকান। এই আজব ন্যায্য মূল্যের দোকানটি মর্জি মাফিক খোলা সহ রয়েছে অনিয়মের নানা অভিযোগ। অবশেষে সোচ্চার গ্রাহকরা।ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন খাদ্য দপ্তরকে।ঘটনা উত্তর ত্রিপুরার সরসপুর ন্যায্যমূল্যের দোকানে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অধীন সরসপুর ন্যায্য মূল্যের দোকানটি আগেও মর্জি মাফিক খোলা হতো। চরম অনিয়মের অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সরসপুর ন্যায্য মূল্যের দোকানটির বিরুদ্ধে। গ্রাহকদের অভিযোগ,ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলার কথা সকাল ৭ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত। আবার বিকেল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত। এটাই সরকারি নিয়ম নির্দেশিকা।

কিন্তু সেই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে ন্যায্য মূল্যের দোকান মালিক নিশিকান্ত নাথ।গ্রাহকদের অভিযোগ,নায্যমূল্যের দোকান মালিক মর্জি মাফিক দোকান খুলছেন ও বন্ধ করছেন। তাছাড়া সরসপুর ন্যায্যমূল্যের দোকানে -সামগ্রী মেপে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে গৌরঙ্গ নাথ নামে এক ব্যক্তি। তিনি পরিমাণ থেকে কমিয়ে সকল সামগ্রী গ্রাহকদের দেন বলে অভিযোগ। আর সেই অনিয়মের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

বুধবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় 'পর্ষদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনলাইনে, মত অধিকাংশ অভিভাবকের' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামটি পড়তে হবে 'করোনার ভয়াবহতার মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হোক চাইছে না অভিভাবক মহল'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ উঠা-নামা করলেও থামছে না মৃত্যু মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ লাগাতর উঠা-নামা করছে। কিন্তু মৃত্যু মিছিল দীর্ঘায়িত হওয়ায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান হচ্ছে না। এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তে লাগাতার শীর্ষ হারে বৃদ্ধি চিন্তা অনেকটাই বাড়িয়েছে। তবে, দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ৯৫৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৫৩৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার সামান্য কমে হয়েছে ৫.৬২ শতাংশ। এদিকে, আরও ৫ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘন্টায় ২৪৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৬০ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৪৬৩৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৬৫৩ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮৮৯১ জন মোট ৯৫৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৬৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৪৬৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৫৩৬ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২৪৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৬৩৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬০,৩৮৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫৫,০৫৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.২০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯১.২৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৫ শতাংশ। নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগতপশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৬০ জন, দক্ষিন জেলায় ৫৮ জন, গোমতি জেলায় ৪৫ জন, ধলাই জেলায় ৫২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪৩ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৫ জন, উনকোটি জেলায় ৮২ জন এবং খোয়াই জেলায় ৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

২৪ ঘন্টায় কোভিডে দেশে ২,৫৪২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৬২,২২৪

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.)।। ভারতে ফের কিছুটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬২,২২৪ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে মৃত্যুর সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশিই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ২ হাজার ৫৪২ জন করোনা-রোগী। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১ লক্ষ ০৭ হাজার ৬২৮ জন। এক ধাক্কায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪৭,৯৪৬ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,৬৫,৪৩২ জন (২.৯২ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৬,১৯,৭২,০১৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২ হাজার ৫৪২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৭৯,৫৭৩ জন (১.২৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,৩০,৯৮৭। দেশে এই মুহূর্তে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার কমে ৪.১৭ শতাংশে পৌঁছেছে এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ৩.২২ শতাংশ, বিগত ৯ দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণের হার ৫ শতাংশের নীচেই রয়েছে।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ০৭ হাজার ৬২৮ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৮৩,৮৮,১০০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৫.৮০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৭২ হাজার ০১৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৮,০০,৪৫৮ জনকে।

ভারতে ৩৮.৩৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ জুন সারা দিনে ভারতে ১৯,৩০,৯৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৮,৩৩,০৬,৯৭১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,৩০,৯৮৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২ হাজার ২২৪ জন।

সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমছে ভারতে, কমতে কমতে ৩ শতাংশের নীচে নেমে এল চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৪৭,৯৪৬। ৪৭ হাজার ৯৪৬ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংগঠনিক খোঁজ নিতে এলেন বিএল সন্তোষ, বৈঠক করলেন নেতৃত্বদের সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ত্রিপুরায় সাংগঠনিক কাজে দুদিনের সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। রাজ্যে এসেই তিনি দলীয় পদাধিকারীদের সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে দফাওয়ারি বৈঠক করেছেন। রাত পর্যন্ত বিধায়কদের নিয়েও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

বৈঠক শেষে অজয় জামুয়াল বলেন, ত্রিপুরায় সাংগঠনিক এবং করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে আজ চর্চা হয়েছে। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ সকলের সাথে সংগঠন নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। তাঁর দাবি, সামগ্রিক বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

এদিকে, আজ রাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও তাঁর বাসভবনে নৈশ ভোজে আলোচনা করেন। শরিক দল আইপিএফটি-র সাথেও পৃথকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কথা বলেন।

বুধবারের সকালের বিমানে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সেখানে তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।দুদিনের রাজ্য সফরে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা ত্রিপুরার প্রভারি বিনোদ সোনাকর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাধারন সম্পাদক অজয় জামুয়াল। বুধবার সকালে ১০টা৫০ মিনিটের বিমানে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।রাজ্যে পৌছেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য কার্যালয়ে চলে আসেন।

দলীয় শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। দলীয় একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে , রাজ্যের চারজন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, প্রণজিত সিংহ রায় ,মনোজ কান্তি দেব এবং সান্তনা চাকমা সঙ্গে দলীয় কেন্দ্রীয় নেতারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি প্রশাসনে ব্যবহৃত হবে ককবরক ভাষা, বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। প্রশাসনিক কাজে এখন থেকে ব্যবহৃত হবে ককবরক ভাষা। এডিসি প্রশাসন এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত, ককবরক ভাষার জনপ্রিয়তা বাড়াতে এবং জনজাতি অংশের মানুষের সুবিধার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি তিপ্রা মথা চেয়ারম্যান তথা জেলা পরিষদের নয়া কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মনের।

এ-বিষয়ে এডিসি-র অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এক মেমোরান্ডামে জানিয়েছেন, ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ত্রিপুরা গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ককবরক ভাষা রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সে মোতাবেক ককবরক ভাষা এখন থেকে এডিসি-র প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হবে।

তিপ্রা চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মন এডিসি প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, নতুন পরিষদ গঠনের ১০০ দিনের মধ্যেই প্রশাসনিক কাজে ককবরক ভাষা-কে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আমরা পুরো সিস্টেমকে বদলানোর প্রয়াস নিয়েছি যা জনজাতিদের ভাবাবেগে যথেষ্ট স্থান পাবে বলে বিশ্বাস। তারই প্রথম প্রয়াস হিসেবে কাউন্সিল ভবনের নাম ককবরকে লেখা হয়েছে। আরও অনেক পরিবর্তন হবে।

বিলোনীয়ার যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ব্যাঙ্গালুরোতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ জুন।। রাজ্যের এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ব্যাঙ্গালোরে। ঘটনা গতকাল ব্যাঙ্গালোরে। দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পাইখোলা নাথপাড়ার যুবক সুকুমার পাল(৩৫) ব্যঙ্গালোরে দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে হোটেলে কাজ করে। গত আগষ্ট মাসে সে বাড়ি থেকে যায়। বাড়িতে কোন ধরনের সমস্যা নেই। বাড়িতে একমাত্র বার বৎসরের বিকলাঙ্গ মেয়ে।

কিন্তু হঠাৎ করে মঙ্গলবার সে ফোন রিসিভ করেনি এবং বুধবারে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার ভাড়া বাড়িতে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় কয়েকজন যুবক পাইখলার ব্যাঙ্গালোরে ছেতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তারাই থানাতে দৌড়ঝাঁপ করছে। কিন্তু ঝুলন্তমৃতদহের যে ছবি পরিবারের কাছে আছে পরিবারের লোক আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত চাইছে পরিবারের পক্ষ থেকে।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগরতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার জেলা কংগ্রেসের ব্যানারে আগরতলা শহরের একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জেলা কংগ্রেসের সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের কাম চালাও সভাপতি এই আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেন। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সদর জেলা কংগ্রেস। বিক্ষোভ আন্দোলনেও সদর জেলা কংগ্রেসের সভাপতির অনুপস্থিতি রাজনৈতিক মহলের কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে।

সদর জেলা কংগ্রেসের নামে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে ব্রাজ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে অগ্রণী ভুমিকা নিতে দেখা গেছে। একে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত অর্থাৎ কাম চালাও সভাপতির সাংগঠনিক যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। সে কারণেই বুধবার পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এর স্পষ্ট চিত্র ভেসে উঠেছে। লক্ষনীয় বিষয় হল প্রদেশ কংগ্রেসের চামচা লাউড সভাপতির নেতৃত্বে সদর জেলা কংগ্রেসের নামে যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে কংগ্রেসের একজন সিনিয়র লিডারের পেট্রোল পাম্পের সামনে করা হয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই দলীয় কোন্দলের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজধানী আগরতলা শহরে আরো অনেক পেট্রলপাম্প রয়েছে। সেগুলির সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ না করে প্রদেশ কংগ্রেসের কাম চালাও সভাপতি কেন কংগ্রেসের একজন সিনিয়র পেট্রলপাম্পের সামনে এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করলেন তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য নেয়া হয়েছে আগাম ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। বর্ষা মরশুম শুরু হয়ে গেছে। ফলে, ত্রিপুরায় বন্যা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে প্রশাসন। আবহাওয়া বিভাগ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হবে বলে অনুমান করছে। কিন্তু এই অনুমানের ৬০-৭০ শতাংশ নির্ভুলতা রয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা আধিকারিক শরৎ কুমার দাস। সাথে তিনি যোগ করেন, বন্যার আগাম সতর্কতা জারি করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে পদ্ধতি বানানো হয়েছে। ২০১৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তা শুরু হয়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে পুরো তৈরি হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বছরে গড়ে ২২,৪১৮ এমএম বৃষ্টি হয়ে থাকে। এবছর ত্রিপুরায় বর্ষা শুরু হয়েছে ৬ জুন থেকে। আইএমডি পূর্বাভাসে বলেছে, দীর্ঘদিনের গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাধারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) তুলনায় ৯৫ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হবে, যা নাকি স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় কম। প্রাক-বর্ষা সময়েও (মার্চ-মে) রাজ্যে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় ৬১ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এ বছর এপ্রিলে রাজ্যে স্বাভাবিকের তুলনায় ৮৫ শতাংশ কম এবং মে-তে স্বাভাবিকের তুলনায় ৫০ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে জুন মাসে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগরতলা শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। রাজ্যের সমস্ত জেলা স্বাভাবিক ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ বলে চিহ্নিত। মোট ভৌগলিক এলাকার ৪০ শতাংশ এলাকায় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এগুলির অধিকাংশই নিচু জায়গায় অবস্থিত।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বর্ষা এবং কালবৈশাখীর আগাম প্রস্তুতি হিসেবে গত ৯ মার্চ রাজ্যস্তরীয় বৈঠক হয় সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতর, এজেন্সি ও জেলা প্রশাসনকে নিয়ে। তেমনি সমস্ত জেলায় জেলাস্তরীয় কালবৈশাখী ও বর্ষা মোকাবিলায় প্রস্তুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভেলুয়ারচর পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা স্বদলীয় সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ জুন।। ভেলুয়ারচর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন সদলীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা। বুধবার অনাস্থা প্রস্তাব বক্সনগর ব্লকের বিডিওর কাছে জমা দিয়েছেন তারা।বক্সনগর ব্লকের অধীন ভেলুয়ারচর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা হল ৯ জন।

সেই পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে মোট ৬জন প্রতিনিধি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন বক্সনগর ব্লক ভিডিও দ্রুতি শেখর রায়ের কাছে। বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগা তারা অনাস্থা পত্র জমা দিয়েছেন। অভিযোগ ভেলুয়ারচর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিল দাস অন্যান্য প্রতিনিধিদের ঘুমে রেখে নিজেদের মর্জি মাফিক কাজ করে চলছেন।

পঞ্চায়েতের বহু কাজকর্ম নিজেই তদারকি করে তা থেকে বহু মুনাফা অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ।ওই প্রধানের কাজকর্মে দলের অন্যান্য সদস্যরা একপ্রকার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যান্য সদস্যদের সে বিষয়ে অবগত করানোর প্রয়োজন বোধ করেননি প্রধান অনিল দাস। এলাকাবাসীর অভিযোগ তার লোভের কারণে বহু নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে এলাকায় ভাতা ও পুকুর খনন সহ জমি সমতল এসব নানা কাজে পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা ছাড়া নিজের মনমতো যে ভাতার যোগ্য নয় তাকে বাধা দিয়ে দেন। এসব কর্মকান্ড নিয়েই পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু গ্রাম প্রধান কারোর কথা কানে দেননি।

মন্ডল নেতৃত্বের কাছেও সাধারণ মানুষ এবং দলীয় কর্মী সমর্থকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন বাঙালি মহিলা সমাজ ও মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাঙালি মহিলা সমাজ ও প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। পৃথক ভাবে এদিন দুই সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য পুলিশের হেডকোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সাথে পুলিশ মহানির্দেশকের নিকট দাবীসনদ তুলে দেওয়া হয়।

নারী সংক্রান্ত অপরাধ দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বুধবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কার্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বাঙালি মহিলা সমাজ। রাজ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধ দিনের-পর-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাঙালি মহিলা সমাজ। সংগঠনের প্রতিনিধি দল বুধবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কার্যালয়ে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। দাবি সনদ প্রদানের আগে সংগঠনের কর্মীরা পুলিশের মহানির্দেশক এর মূল ফটকের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন।

সেখান থেকে একা প্রতিনিধিদল পুলিশের মহানির্দেশক এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সনদ তুলে দেন। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী সুনীতি দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্যে নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও হত্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৪৪ ▫ ১৭ জুন ২০২১ ইং ▫ ২ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জামাইষষ্ঠীর পরম্পরা

হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম পার্বণ জামাইষষ্ঠী। ডটকম এর যুগেও সভ্যতা যত উন্নতই হোক না কেন, সমাজ যতই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া ওঠোক না কেন , জামাইষষ্ঠী কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঐতিহ্য হারায় নাই। চিরাচরিত ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী মায়েরা সন্তানের মঙ্গলকামনায় ঘটা করিয়া মা ষষ্ঠীর পুজো করেন, ব্রত পালন করেন। ষষ্ঠীতে সন্তানের সঙ্গে জুড়িয়া গেলেন জামাইরাও! আর ধীরে-ধীরে এই ষষ্ঠীর নামই পাল্টাইয়া গেল জামাই ষষ্ঠীতে। আর সেই সুযোগে ভরা জৈষ্ঠ্য মাসে চড়া রোদ মাথায় নিয়াই জামাই বাবাজিরাও শ্বশুরবাড়ি মুখো হন। জামাই বলিয়া কথা, তাঁহাকে যত্ন আত্তি না করিলে চলে! শাশুড়ি মাও তাই ঘাম ঝরাইয়া শুরু করেন রান্না। পঞ্চব্যঞ্জনে শুরু হয় ভুরিভোজ। সঙ্গী হয় মেয়েও। সকলে মিলিয়া বাপের বাড়িতে একটু স্পেশ্যাল আদর, মায়ের হাতের রান্না আর তালপাতার পাখার স্নেহমাখা হাওয়া, কার না ভাল লাগে বলুন! জামাই ও খুশি খাতির পেয়ে, শাশুড়িও খুশি একটি দিন মেয়ে-জামাইকে কাছে পাইয়া!

শাস্ত্রে এই দিনটির মাহাত্ম্য

অনেকই ভাবেন, জামাই ষষ্ঠী মানে শুধুই জামাই বাবাজিদের জন্য অনুষ্ঠান। আদতে কিন্তু তাহা নয়। শাস্ত্র মতে এই দিনটা মোটেই জামাইদের নয়। বরং বলা যাইতে পারে বিবাহিত মহিলাদের কাছ থেকে এক প্রকার হাইজ্যাক করিয়া এই দিনটিকে নিজেদের বানাইয়া ফেলিয়াছেন জামাইয়েরা।

আগে এই দিনটিতে সন্তান লাভের আশায় বিবাহিত মহিলারা মা বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দ ষষ্ঠীর পুজো করিতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া স্নান সারিয়া শুরু ইত উপোস। এরপরে পাঁচ ধরনের ফল, মিষ্টি এবং ১০৮ টা দুর্বাবাঁধা আঁটি নিবেদন করিয়া হইত পুজো। মাকে নিবেদন করা হইত ধান এবং আমের পল্লবও। পুজো শেষে প্রসাদ খাইয়া উপোস ভাঙা হইত। সেই প্রথা আজও আছে। জামাই ষষ্ঠীর দিন অনেকেই এই সব নিয়ম মানিয়া মা ষষ্ঠীর পুজো করিয়া থাকেন। সঙ্গে সমান তালে চলে জামাই নিয়া জামাই ষষ্ঠী উদযাপনও! জামাই ষষ্ঠী নিয়া অবশ্য আর একটা গল্পেরও হদিশ মিলে। তখনকার দিনে মেয়েদের যতদিন সন্তান না হইত, ততদিন নাকি তাঁহার মুখ দেখিতে পারিতেন না বাবা-মায়েরা! ফলে অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরিয়া মেয়ের মুখ না দেখিয়াই কাটাইতে হইত তাঁহাদের। তাহার সমাধানেই সমাজের বিধানদাতারা জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীকে বাছিয়া নিলেন মা বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দ ষষ্ঠীর পুজোর দিন হিসেবে। যেদিন পুজো উপলক্ষে জামাই এবং মেয়েকে আমন্ত্রণ জানানো হইবে। যাহা পরবর্তী সময় শুধুমাত্র জামাই ষষ্ঠী হিসেবেই পরিচিতি পায়। আর এখন তো অনেকেই মা ষষ্ঠীর পুজো করেন না, কিন্তু তাঁহারাও জামাই ষষ্ঠী পালন করেন বেশ ধুমধাম করিয়া।জামাই ষষ্ঠী মানে পাত পেড়ে খাওয়া। আর বাঙালি জামাই ষষ্ঠীর মেনু যেখানে খাদ্যরসিক, সেখানে শাশুড়ি মায়েরা পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজন করিবেন না, তাহা কখনও হয়! এদিন মূলত দুপুরেই ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়। শুরুতে গরম ভাতে ঘি। সঙ্গে দু"-চার রকম ভাজাভুজি। থাকিতে পারে ইলিশের পাতুরি, গলদা চিংড়ির মালাইকারি। দই-রুই, ভেটকি মাছের ফ্রাই ইত্যাদি ইত্যাদি। জামাই বাবাজির পেটের কোণে ছোট্ট একটা কম্পার্টমেন্ট থাকে মিষ্টির জন্য। তাই শেষ পাতে মিষ্টি থাকাটা মাস্ট! সঙ্গে দই। এর পরেও যদি পেটে জায়গা থাকে, তাহা হইলে আম-কাঁঠাল-লিচু তো রহিয়াছেই। তবে মেনু প্ল্যান করিবার আগে জামাইয়ের পছন্দ-অপছন্দই শুধু নয়, মনে রাখেন মেয়ের কথাও! দুজনের পছন্দ এমন পদই পরিবেশন করা হয় এদিন!

আজকাল এত সব পদ একার হাতে রান্না করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই তো অনেকেই জামাইকে বগলদাবা করে ভিড় জমান নানা রেস্তরাঁয়। সেখানে জামাই ষষ্ঠীর মেনু উপলক্ষে পরিবেশিত হয় খাস বাঙালি সব খাবারদাবার। তাহাতে শাশুড়ি মায়ের হাতের ছোঁওয়া থাকে না ঠিকই, কিন্তু খাওয়াটা মন্দ হয় না!

জামাই ষষ্ঠী কেন্দ্র করিয়া যদি এত আয়োজন করা যায় তাহা হইলে মেয়েদের জন্যও বউমা ষষ্ঠী কেন হইবে না।অবশ্যই হওয়া উচিত। মেয়েরাই বা বাদ যায় কেন! তাই শুনছেন তো মেয়েদের শ্বশুর-শাশুড়িরা। আপনাদেরও এইবার একটু ঘাম ঝরাইতে হইবে। বাছিয়া নিন বছরের যে-কোনও একটা দিন। আর সেই দিনে আদর আপ্যায়ন করিয়া বাড়ির লক্ষ্মীকে পাত পেরে খাওয়ান। মনে রাখিবেন, শর্টকাটে সারিলে কিন্তু চলিবে না! জামাই দের মত বৌমাদের কেউ সসম্মানে ভুরিভোজ করাইতে হইবে। তাহা হইলেই সমাজে সাম্যতা ফিরিবে। বউমারা শাশুড়িকে আরো বেশি করিয়া আপন করিয়া নিবে। জামাই ষষ্ঠী জামাই বাবাজি ও শাশুড়ি মায়েদের আনন্দ উল্লাসকে আরো উল্লসিত করুক, আজকের দিনে এটাই প্রত্যাশা।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেল-এর সদর দফতর না সরাতে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি অমিত মিত্রর

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্টিল অথরিটি ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেল)-এর কাঁচামাল শাখার সদর দফতর সরাতে চায় কেন্দ্রের ইস্পাতমন্ত্রক। আর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করল রাজ্য। সেল-এর এরকম গুরুত্বপূর্ণ দফতর রাজ্য থেকে সরালো ক্ষতি হবে। এদিন এই মর্মে কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড় অমিত মিত্র।

তিনি চিঠিতে উদ্বেগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেল-এর এই দফতর সরাবেন না। সরালে বহু মানুষ কাজ হারাবেন। ক্ষতি হবে রাজ্যের ইস্পাত কারখানাগুলোর। বিশেষ করে দুর্গাপুর ও বার্নপুরের ইস্পাত কারখানার ক্ষতি হবে। যার ফলে কর্মহীন হবে অনেক মানুষ। তাই আপানাদের পরিচালনমন্ডলির বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা করুন। ব্যাপারটি চিন্তাভাবনা করার আর্জি জানাচ্ছি। এছাড়াও সেল-এর এই দফতর বাংলায় থাকায় এ রাজ্যের কিছু লাভ হয়। তাই সবদিক দিয়ে রাজ্যের ক্ষতিও হবে।"

একবিরল অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি : স্বাতীলেখা প্রয়ানের শোক বার্তা ঋতুপর্ণার

কলকাতা, ১৬ জুন (হি স): জামাইষষ্ঠীর শুভলগ্নে চিরঘুমে পাড়ি দিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। বুধবার শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রাণের শোকের ছায়া নেমে এসেছে টলিপাড়ায়। অভিনেত্রীর প্রয়াণে শোকোস্তব্ধ অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। "একবিরল অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি " স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রয়ানে শোক বার্তা ঋতুপর্ণার সেনগুপ্তর। নাটক থেকে সিনেমা সর্বত্রই দাপিয়ে অভিনয় করেছেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। ১৯৭০ সালে ইলাহাবাদে মঞ্চজীবন শুরু স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর। এরপর ১৯৭৮ সালে "নান্দীকার" নাট্যদলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। এরপর ১৯৮৪ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পর্দায় জুটি বেঁধে অভিনয়ের শুরু তার। কিছুদিন আগেই পরিচালক জুটি শিবপ্রসাদ ও নন্দীতার "বেলা শেষে " ছবিতে প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই ফ্রেমে অভিনয় করেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত।

অন্যদিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বেঁচে থাকাকালীন "বেলাশুরু " ছবিতে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। কিন্তু ছবি মুপিাওয়ার আগেই পরলোকে গমন করলেন নায়ক-নায়িকা। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রয়াণে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শোক জ্ঞাপন করে বলেন, " একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন তিনি। এক বিরল অভিনেত্রী। এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। এক অদ্ভুত সুন্দর মানুষ ছিলেন তিনি।

ভ্যাকসিনেও নারী-পুরুষ বৈষম্য ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

কিছুদিন আগেই প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য রিপোর্ট, যেখানে বারতের অবস্থান নেমে গিয়েছিল ২৮টি দেশের পিছনে। নারী পুরুষ বৈষম্যের নিরিখে ১৫৬ দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থায়ন বর্তমানে ১৪০। ভারতের পিছনে যে দুটি এশিয়ার দেশ রয়েছে তারা হল পাকিস্তান আর আফগানিস্তান। বাংলাদেশ রয়েছে ভারতের চেয়ে অনেক উপরে দিকে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল ভারতে প্রায় সবকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, যেমন অর্থনীতি, কৃষি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি, প্রতিটিতেই ভীষণ ভাবে বেড়েছে নারী পুরুষ বৈষম্য। এই ক্রমশ বেড়ে চলা বৈষম্য প্রতিহত না করতে পারলে তা দেশের উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সেই বৈষম্য এবার থাবা বসিয়েছে ভ্যাকসিনেও। ২ জুন পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে দেশে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কম টিকা পেয়েছেন। টিকাকরণ নিয়ে একদিকে কেন্দ্রের ঢক্কানিনাদ আর অন্যদিকে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যেই উঠে এলো এই বড়সড় দুশ্চিন্তার কারণ। যে মহিলারা টিকা পাননি, তাঁরা কিন্তু সংক্রমণের এই সময়ে রীতিমত ঝুঁকির মুখে। কারণ নার্স, সিস্টার, অনুব্রতী প্রভৃতি অবস্থানে বেশির বাগ কর্মীই মহিলা । এই বৈষমে দূর করতে না পারলে, তা ভবিষ্যতের টিকাকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাতেও এই বৈষম্য উল্লেখযোগ্য। এবছরের ১৬ জানুয়ারি দেশে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছিল। মোট দেওয়া টিকার ডোজের হিসেব কাঁটছোঁড় করে দেখা যাচ্ছে অন্তত একটি ভোজ পেয়েছেন এমন পুরুষের সংখ্যা

মহিলাদের থেকে ১৫ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ দেশের একটি বড় পরিমাণ মহিলারা এখনও একটি টাকাও পাননি। এবং প্রতি হাজার জন পুরুষে ৮৬৭ জন নারী টিকা পেয়েছেন। আমাদের প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ সরকারি ভাবে নারী, পুরুষের যে সব অনুপাত দেখানো হয় তা নির্ভণযোগ্য নয় এবং বাস্তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ। সরকারি হিসেব অনুযায়ী দেশে নারী পুরুষের অনুপাতে প্রতি হাজার জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪০। দেখা যাচ্ছে টিকাকরণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের খতিয়ান এই বৈষ্যমের সম্ভাবনা কারণ কী হতে পারে, এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলে প্রতমেই যেটা মনে আসে সেটা হল করোনার কালবেলায় যাঁরা ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা, অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর্মী তাঁদের অনেকেই মহিলা। খুব তাড়াতাড়ি এঁদের টিকাকরণ করে ফেলতে হবে। গৃহবধূদের টিকাকরণ করাটা এখনও যথেষ্ট শক্ত কাজ, কারণ প্রথমত, তাঁরা ঘরের বাইরে বের হন না, দ্বিতীয়ত, তাঁদের অনেকের কাছে এখনও টিকাকরণের গুরুত্ব স্পষ্ট নয়। এই সমস্যা যে শুধু গ্রামের তা নয়, শহরাঞ্চলেও এই সমস্যা রয়েছে। পোলিও টিকাকরনে যেমন অমিতাভ বচ্চনের বার্তা খুব ভালো কাজ করেছিল, এক্ষেত্রে তেমন প্রচার, দ্রুত, শুরু করা প্রয়োজন। এই বৈষম্যের আরও একটি কারণ হতে পারে, যে সরকার বহু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকাকরণ করেছেন। সেই অগ্রাধিকার অনুযায়ী পুরুষরা বেশি টিকা পেয়েছেন, এমনটা নিশ্চিতরূপে রূপে ঘটেছে। সামগ্রিক ভাবে দেশজুড়ে যখন এখটা বৈষম্য দেখা যাচ্ছে তখন রাজ্যস্তরেও এই সমস্যা রয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সবার আগে দরকার কোন কোন রাজ্য এই বৈষম্য বেশি প্রকট সেই হিসাব। বহু রাজ্যে সমাজগত অবস্থানেই মেয়েরা পিছিয়ে। সেই সব ক্ষেত্রে চিকাকরণ প্রক্রিয়াকে ওই সব বিশেষ রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলে ত্বরান্বিত করতে হবে। টিকারকরণের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলায় প্রতি হাজার জন পুরুষে অন্তত এক ডোজ টিকা পেয়েছেন এমন মহিলার সংখ্যা ৭৮৭ জন। এই সংখ্যা জাতীয় পর্যায়ের যে হার তার থেকেও অনেক কম। আশা করা যায় যে টিকাকরণে বাংলার যে উদ্যোগ তাতে এই ব্যবধান দ্রুত মুছে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বণিক সভার সহায়তায় টিকাকরণ কর্মসূচিতে বেগ আনতে চাইছেন। আশা করা যায় বাংলার টিকাকরণ কর্মসূচিতে মহিলাদের জন্য আলাদা করে টিকাকরণের ব্যবস্থা রাখা যায় কিনা সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা অচিরেই শুরু হবে। বৈষম্যের নিরিখে যে তিনটি রাজ্য অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রয়েছে তারা হল কেরল, ছত্তিশগড় ও হিমাচলপ্রদেশ। প্রতি হাজার পুরুষে এই তিনটি রাজ্যে অন্তত একটি ডোজ পেয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১১২৫, ১০৪৫ এবং ১০০৩। এর ঠিক উল্টো মেরুতে রয়েছে জম্মু কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড এবং আশ্চর্যজনকভাবে দিল্লি। প্রতি হাজার পুরুষ অন্তত একটি ডোজ পেয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা এই তিন জায়গায় যথাক্রমে ৭০৯,৭১৪ এবং ৭২৫। দিল্লির এই অবস্থায় পেছনে অনেকটা হাত রাজনীতির, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। খোদ রাজধানীতে টিকাকরণ কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটাতে এক পা এগিয়ে রেখেছ বিজেপি। দিল্লির মানুষেরদ্বারা বার বার নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিজেপি দিল্লির মানুষের লাইফ হেল করে, দেওয়ার পথে নেমেছে। প্রথমে দাঙ্গা, তারপর কোভিডের দ্বিতীয় ঠেউয়ে যখন দিল্লির মানুষ সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দিশাহারা, তখন কৌশলে অক্সিজেন আকাল তৈরি করে দিল্লিকে শ্মশানে পরিণত করা। দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় ঘণচিতার ছবিতে নাকি খুশি বিজেপি'র উপরের নেতৃত্ব, এমনটাই খবর। এ সবই নির্মম প্রতিহিংসা পরায়নতা। বর্তমানে দিল্লি সরকার টিকাকরণ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও রকম সুবিধা তো পাচ্ছেন নাই, উল্টে প্রতি পদে আসছে বাধা। বাংলার প্রতি বিজেপির উপরের নেতৃত্বের বর্তমান অবস্থানেও রয়েছে ভোটে হারের জন্য প্রতিহিংসা নেওয়ার মানসিকতা। আশা করা যায় বাংলা আগামী দিনে নিজের পথে হেঁটে, টিকাকরণের বৈষম্য দূর করবে এবং কেরল বা ছত্তিশগড়ের মত অবস্থানে আসবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বেঠিক সময়ে নিয়ন্ত্রণের তাড়না ?

সুমন ভট্টাচার্য

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে ওয়াটারলু নামে একটা ছোট্ট শহরে যে কেউ যান আসলে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ণায়ক যুদ্ধের স্মৃতিকে উল্টেপাল্টে দেখতে।

অনেক বছর আগে সমর -বিশেষজ্ঞ যে ভদ্রলোক আমাকে কিংবদন্তি ফরাসি সেনানায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্য বিখ্যাত এই যুদ্ধক্ষেত্রে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিএলন, তিনি চেয়েছিলেন 'গ্রাউন্ড জিরো'-তে দাঁড়িয়ে যেন উপলব্ধি করি দিগ্বিজয়ী রুণনায়কের কেন পরাজয় হয়েছিল। ওয়াটালপুতে দাঁড়িয়ে, ওই গিদন্তবিস্তৃত সবুজ আর বেশ কয়েকটি মিউজিয়াম দেখতে দেখতে যেটা যে কেউ বুঝতে চাইবেন, সেটাই ফ্রুশিয়ান সমর বিশেষজ্ঞ কার্ল ভন ক্লসইউৎজ চমৎকারভাবে লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেষ তিনি ওয়াটালপু যুদ্ধের মোড় ঘোরানো প্রাশিয়ার আক্রমণের জন্য ভুল সময় বেছে নেন— ক্লাসউইৎজের এই ব্যাখ্যা পরে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। এমনকী, বিজয়ী পক্ষের সেনাপতি ভিউক অফ ওয়েলিংটন-ও এই তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আগের রাতে বৃষ্টির পর ওয়াটারলুতে ফরাসি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আক্রমণের সেই হিসাবে বুল করেছিলেন। একই সঙ্গে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ফরাসি সেনানায়ক, যিনি ওয়াটারলু যুদ্ধের সকালেও বলেছিলেন, প্রাতরাশ শেষ করার মতোই দ্রুত ব্রিটিশ সেনাহিনীকে উড়িয়ে দেবেন, শেয়ালই রাখেননি---কখন ব্রিটিশদের সাহায্যে প্রাশিয়ার সেনাবাহিনীও পৌঁছে গিয়েছে। ১৮১৫-র ১৮ জুনের ওয়াটারলু যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে এই জুনের লেখা শুরু করার কারণ, গত কয়েক মাসে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং একের পর এক পদক্ষেপ। মেন, করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গ সামলাতে হিমসিম সরকারও অনাগত তৃতীয় তরঙ্গের আশঙ্কায় দিন গুনতে থাকা ভারতবাসীর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের এই চেষ্টা? ক্লাসউইৎজের প্রশ্নটাই মাথার মধ্যে ফিরে আসে, অবিসংবাদিত নায়ক কি সময় বাছতে ভুল করছেন? তাহলে কি বিরোধীদের অভিযোগটাই ঠিক? সবই সমালোচনার লাগাম পরানোর চেষ্টা? প্রথমে এটা বুধে নেওয়া যাক---টুইটার, ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ ভারতে যে-নীতি অনুসরণ করে চলছে, তা তাদের আন্তর্জাতিক নীতি। অর্থাৎ ঠিক যে-কারণে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটের পাশে টুইটার কর্তৃপক্ষ সঠিক তথা নয় বলে 'ট্যাথ' লাগিয়ে দিয়েছিল, সেই একই যুক্তিতে সম্বিত পাত্র বা অন্য বিজেপি নেতার টুইটের পাশে ম্যানিপুলেটেড মিডিয়ার তকমা লাগানো হয়েছে। টুইটারের দিল্লি অফিসে পুলিশ পাঠিয়েও সেই ট্যাগ সরেনি। বরং ভারতে কথা বলার অধিকার বা গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। মনে রাখতে হবে, চমকে বা ধমকে টুইটারকে বাগে আনা কঠিন। ভারত যত বড় বাজারই হোক, যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প পারেননি, সেটা অন্য কোনও রাজনীতিকের জন্যও কঠিন। কারণ, তাহলে এসব তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারে ধস নামবে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা টলে যাবে। এবার আসা যাক কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন আইন এবং সেটা নিয়ে মার্ক জুকারবার্গের মালিকানাধীন আর-এক সংস্থা হোয়াটসঅ্যাপের আপত্তি নিয়ে। হোয়াটসঅ্যাপের ইতিমধ্যেই এই আইনের বিরুদ্ধে দিল্লি হাই কোর্টে গিয়েছে অর্থাৎ অনুমান করে নেওয়া ভাল, আইনি লড়াই চলবে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির অভিযোগ শোনার জন্য অফিসার নিয়োগ বা সমস্যা সমাধানে নোডাল অফিসার মনোনয়নে আপত্তি নেই। তাদের আপত্তি, কোনও পোস্ট বা মেসেজ, যেটা 'শেয়ার' হতে থাকছে, । তার 'অরিজিনেটর' বা কোথা থেকে উৎপত্তি, সেটা চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হবে। ভারতের বিরোধী দলগুলিও মনে করছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনায় জেরবার কেন্দ্রীয় সরকার বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বত্বকে চাপে রাখতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে করা কার্টুন বা মিম-এর অরিজিনেটর বা উৎসস্থল চিহ্নিত করে ফেলতে পারলে শাস্তি দ্যেয়া তো কঠিন কাজ নয় (অশ্লীল ও অরুচিমূলক কার্টুন বা মিমের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে এই আলোচনা নয়, বলা বাহুল্য)।

এবার এর বিপরীত দিকটা দেখা যাক। কংগ্রেসের একজন সাংসদ, যিনি সংসদে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বা বিধি -নিষেধ ইত্যাদি নিয়ে সরব বা নতুন আইনটাকে নেড়েচেড়ে দেখেছেন, তিনি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যে -কথাটা বলেছেন, সেটা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ এবং তেমনই মজার। তাঁর কথায়, আজ ক্ষমতায় আছে বলে বিজেপি যে-আইনটা আনছে, সরকার চলে গেল গেরুয়া শিবির সেই আইন থেকে নিজেদের বাঁচাবে কী করে? এই নতুন আইনে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য, নারীবিরোধী কথাবার্তা, ঘৃণা ছড়ানোর মতো যেসব বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসব অভিযোগ সবচেয়ে বেশি করে ওঠে বিজেপি-র আইটি সেলের বিরুদ্ধে। তাহলে, ওই কংগ্রেস নেতার মতে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার না থাকলে তো প্রতিদিন বিজেপি সরকার না থাকলে তো প্রতিদিন বিজেপি'র আইটি সেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হবে এবং গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে শাস্তির খড়গ নেমে আসবে।

ওয়াটারলুর যুদ্ধে আত্মবিশ্বসী নেপোলিয়ন ভাবতেই পারেননি, ফরাসি বাহিনীর হাতে পরাজিত প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী বেলজিয়ামের রণাঙ্গনে এসে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের পাশে আবার দাঁড়িয়ে যাবে। আর ফরাসি বাহিনীকে ধরাশায়ী করে দেবে। জিতবে অভ্যস্ত কাছে হেরেছে, তারা যদি একজোট হয়, তাহলে কী হতে পারে? ওয়াটারলু শুধু তাই একটা ইতিহাস বিখ্যাত রণাঙ্গন নয়। রাজনীতি এবং সময়রনীতির কৌশল শেখার অন্যতম স্কুলও ওয়াটারলু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলির সংঘাত এবং ভারতে বিজেপি'র সরকারের সঙ্গে ফেসবুক-টুইটারের লড়াইকে এক পরিসরে আনলে কী বুঝবে?

'দ্য নিউ ইয়ক' টাইমস' ২০২০ সালের ২১ মে ট্রাম্প বনাম টুইটার নিয়ে যেটা লেখিছিল, সেই একই চিত্রনাট্য ভারতেও অভিনীত হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রাম্পের মতো দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকের উত্থান হয়েছিল টুইটার বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে। কিন্ত ট্রাম্প যখন শাসক হয়ে গেলেন এবং এসব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তাঁর আজগুবি বক্তব্যে বেড়ি পরাতে শুরু করল, তখনই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট খেপে গিয়েছিলেন। আইনের অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। ভারতেও মেনস্ট্রিম মিডিয়ার কাছে ব্রাত্য বিজেপি'র বাড়বাস্ত হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার আউটরিচের সুবাদে, হোয়টসঅ্যাপ ইউনিবার্সিটির দৌলতে। কিন্তু এখন বিজেপি যখন শাসন ক্ষমতায়, আর গেরুয়া শিবিরের অতিকথন বা অতিরঞ্জনের যখন সোশ্যাল মিডিয়া বাধা দিচ্ছে, তখন নেতাবদ্যিরা চটে যাচ্ছেন। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এটাই সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। ওয়াটারলু দিয়ে শুরু করেছিলাম, প্রসিদ্ধ ওই রণাঙ্গন দিয়েই শেষ করি। মে থেকে জুন তো আসলে অনেক কথা-ই বলছে। দুর্ভেদ্য নেপোলিয়নকে যিনি ওয়াটারলুতে হারিয়েছিলেন, সেই ডিউক অফ ওয়েলিংটন কিন্তু পরে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আমরা তাকে চিনি আর্থার ওয়েলেসলি বলে। **(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)**

বাদল বেলায় নীলকন্ঠীদের মাতম...

কনক চৌধুরী

পয়লা আষাঢ় সাধারণত এমন উথাল-পাতাল বাতাস নিয়ে আসে না।
ঠান্ডা হয় না, হয় ঘ্যেমঘ্যেমে।
মনের লতি ধরে টানে।
মনে ব্যথা হয়।
সকাল পাঁচটার দিকে আমাদের আশিষের বাবা মারা গেলেন।
রোগে ভুগছিলেন আগে থেকেই।শেষ পেড়েক মেরে দিলো কোভিড নিউমোনিয়া।বরাবরের ভালো ছেলে ডাক্তার আশিষ দাস।
বাগমা থেকে বোধহয় ওর বাবা-র জন্যই দমকা একটা হাওয়া এলো।
ত্রিপুরেশ্বরী মা ভালো।
ছেলের কষ্ট অনুভব করে।
মাঝরাতে,আরেক রাতে, ফোন এলো। মনোজিৎ ধর।
কাঁদছেন। কেবল মা -বাবাকে হারিয়েই সন্তান এভাবে কাঁদে।
ডাক্তার হিসেবে আমি অনেকের হাসি-কান্না শুনি, দেখি।
আমার কাঁদতে নেই।
চিকিৎসক হয় নীলকন্ঠ।চোখের নোনা জলে মনের জানলায় একটু বাষ্প জমেছিলো।
ওটা শুষে নেয়ার প্রক্রিয়ায় রাতে আর ঘুম এলো না।
গত দশ দিনে আমার পায়ের প্লাস্টার আমাকে ভারি করে দিয়েছিলো।
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বই আর প্রামান্য চলচ্চিত্র দেখলাম।
কিছু লিখলাম।
কিছু ভাবলাম।
তখনকার সাথে এই করোনা বিশ্বযুদ্ধকে মিলিয়ে দেখলাম।
মনের খটকা আরো বাড়লো।
ডাক্তার প্রসেনজিৎ সাহা আমাদের চাইতে অনেক বড়ো।৬৯ বছর বয়সেও কর্মচঞ্চল ছিলেন।
হাপানিয়া হাসপাতালে কাজ করেছিলাম একসাথে। সকালে হাটতে বেড়িয়ে আর বাড়ি ফিরলেন না। গাড়ি চাপা দিয়ে মারা হলো একজন ভালো মনের মানুষকে।
খুনী এখনো অধরা।
দেখে মন খারাপ হয়। হলেই কি?
চিকিৎসক তো নীলকন্ঠ।
আজ ছিলো "ষষ্ঠী"। প্রসেনজিৎ বাবুর মেয়েটা খুব কাঁদবে আজ।
বাবা হারিয়ে যেমন সবাই করে।
বাবা ছাড়া প্রথম ষষ্ঠী"তে।
সুমনের মা আজ বারান্দায় বসে থাকবেন অনেকক্ষণ। তার অপেক্ষা শেষ হবে না।
সুমন দেখা দেবে না আর।
কর্নেল(ডাঃ) কিংশুক দত্তের অতি বৃদ্ধা মা কি একবারও ডেকে উঠবেন না তার আদরের ছেলেটার নাম ধরে? থাকুক না ডিমেনশিয়া।
স্মৃতিভ্রম কি সব স্মৃতিতেই ধূলো জমিয়ে দিতে পারে?
একটা নুতন বই কিনেছি।
একজন বাংগালী মহাজীবনের শেষ ৪৫ দিনের বর্ননা। ১০ই মে,১৯৫৩ থেকে ২৩শে জুন,১৯৫৩ নিশাতবাগ, কাশ্মীর।
গৃহবন্দী ও মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে মৃত্যু। না-কি খুন?
আবার খটকা।
কাল থেকে কাজে যোগ দেবো।
কাগজ পেলাম,
কালই থেকে আবার কোভিড ডিউটি।আইসিইউ"তে চক্কর কাটা।
গতকাল বাজারে উঁকি দিয়েছিলাম। দুপুর দেড়টার উপুড় করা মানুষের ভীড় দেখে মনে আবার খটকা লাগলো। কোভিডে কাজ করতে করতে নিশ্চিত ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়াছবির কথা আগামীকাল ঠিক আমার মনে পড়বে হাসপাতালের আঙ্গিনায়।
এটাকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বলাটা বোধহয় ভুল হচ্ছে !
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস থেকে নতুনভাবে তৈরি হওয়া মানুষগুলোর,দেশগুলোর মতন আমরা বোধহয় নয়।
আগেও ছিলাম না।
এখনো নয়।
শুধু নীলকন্ঠ।
শুধু নীলকন্ঠ।
(এই জে-জে প্লান্টটাকে মনে আছে আপনাদের। প্রথম লক-ডাউনে তিন দিনের পথ পার হয়েছিলো তিরিশ দিনে।বাক্সের ভেতর প্রায় হলুদ হয়ে যাওয়া গাছটা কিন্তু যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে জীবনে। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম "কোয়ারেন্টাইন"। আসলে সেও একটা নীলকন্ঠ।
এদের দেখেই আমাদের যুদ্ধ শেখা!)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসম : কোভিডের বর্তমান পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন না করার পরামর্শ মন্ত্রিসভার

শিলচর সহ চারটি জেলায় ফরেনসিক ল্যাবরেটরি নির্মাণে অনুমোদন ক্যাবিনেটের

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : কোভিডের বর্তমান যে পরিস্থিতি, তাতে চলতি শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন না করার পরামর্শ দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। তবে এ ব্যাপারে আজই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পরামর্শের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দফতর এবং ছাত্র সংগঠন মিলে যে সিদ্ধান্ত নেবে তা-ই চূড়ান্ত হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এছাড়া রাজ্যে আরও চারটি ফরেনসিক ল্যাবরেটরি নির্মাণে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে আজ বুধবার জনতা ভবনে রাজ্য ক্যাবিনেটের পঞ্চম বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। বৈঠকের অধিকাংশ সময় রাজ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে প্রায় সকল মন্ত্রীই রাজ্যের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে এই দুই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না করার পরামর্শ দিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণত যে মডালিটি অনুযায়ী এতদিন ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেই ব্যবস্থায় কোভিড-সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতিকে পরীক্ষার আয়োজন করা সমীচীন নয় বলে ক্যাবিনেট পরামর্শ দিয়েছে। তবে আজকের বৈঠকে ক্যাবিনেট যে পরামর্শ দিয়েছে তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আগামী ১৮ জুন শিক্ষা দফতর রাজ্যের ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসবে। তাছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের মতামতও নেবে শিক্ষা দফতর। মন্ত্রী কেশব মহন্ত আরও বলেন, ম্যাট্রিক, হায়ার সেকেন্ডারি এবং হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা সম্পর্কে আজকের ক্যাবিনেট বৈঠকে বহুক্ষণ আলোচনা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের যাবতীয় তথ্য ক্যাবিনেটে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীও তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন। কেশব মহন্ত বলেন, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মাধ্যমিক এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিকের। এছাড়া তাঁদের সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসবেন অভিভাবকও। এককথায় মোট প্রায় ২২ লক্ষ মানুষের জমায়েত হবে পরীক্ষা উপলক্ষ্যে। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া কোভিড সংক্রমণে ০-১৮ বছর বয়সিরা ১৪ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ ১১ থেকে ১৮ বছরের ছেলে ও মেয়ে কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে। এই যখন পরিস্থিতি, তখন পরীক্ষার আয়োজন করা মোটেই সম্ভব নয়, ক্যাবিনেট বৈঠকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের চার শিক্ষার্থী কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত পরিস্থিতির প্রসঙ্গে মাধ্যমিক (দশম) এবং উচ্চমাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণি)-এর স্টেট বোর্ড পরীক্ষা বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে। ওই আবেদনে অসমের শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর এক বিবৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোভিড সংক্রমণের হার কমে ২ শতাংশের নীচে নামলে ১৫ জুলাই থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে (সাবজেক্ট) বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তাঁদের ঘোষণা অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তা নিশ্চিত। তাই এই দুই শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করতে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন চার শিক্ষার্থী। আইনজাবী অভিষেক চৌধুরীর সহায়তায় সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মঞ্জু জেটলি চার শিক্ষার্থীর আবেদন আদালতে পেশ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা জানান, রাজ্য ক্যাবিনেটে নতুন আরও চারটি ফরেনসিক ল্যাবরেটরি নির্মাণে অনুমোদন দিয়েছে। এতদিন একটি ফরেনসিক ল্যাবরেটরি ছিল। নতুন চারটি ল্যাবরেটরি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ, ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ, তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং বঙাইগাঁও সিভিল হাসপাতালে স্থাপন করা হবে, জানান মন্ত্রী হাজরিকা। এদিকে অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ জানান, খাদ্য সরবরাহের চাল ভারতের খাদ্য নিগমের কাছ থেকে সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে। সমাজকল্যাণ দফতরের সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম প্রকল্পের অধীনে এফসিআই থেকে সরাসরি চাল পেলে বহু অর্থের সংকুলান হবে। তাছাড়া ঠিকাদারি প্রথা বন্ধ করতেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। এছাড়া রাজ্যের নতুন পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি প্রস্তুত হয়ে গেছে। এগুলি বজালির ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণপুরের মাধবদেব বিশ্ববিদ্যালয়, মাজুলির সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাঘাটের বীরাঙ্গনা সতীসাধিনী বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাইয়ের রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়। এখন থেকে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভরতি শুরু হবে বলেও মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কল্যাণী ও বহরমপুরে কোভিড হাসপাতাল তৈরির কাজে ৪১.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.) : কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীকে দেওয়া কথা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বহরমপুর এবং কল্যাণীতে জোড়া কোভিড হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু করে দিল ডিআরডিও। ওই হাসপাতাল দুটির জন্য পি.এম কেয়ার্স তহবিল থেকে ৪১.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদে কোভিড চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। এই অভিযোগ তুলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে বহরমপুরে ৫০০ বেডের একটি অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল তৈরি করার অনুরোধ জানান অধীর। চিঠি লেখার পাশাপাশি সিবিআই প্রধান নির্বাচনের বৈঠকের ফাঁকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই অস্থায়ী হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন বহরমপুরের সাংসদ। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দেন, দ্রুত তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে একটি বড় অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল তৈরি করবে ডিআরডিও। প্রথমে ঠিক ছিল ১ হাজার বেডের একটি অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল বহরমপুরে তৈরি হবে। সেই অনুযায়ী জমিও কিন্তু পরে দেখা যায় বহরমপুরে যে জায়গা হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ হয়েছে, তাতে আড়াইশো বেডের হাসপাতাল তৈরি হতে পারে। তারপরই কেন্দ্রের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পি.এম কেয়ার্স তহবিলের টাকায় বহরমপুরে একটি এবং কল্যাণীতে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হবে। দুটি হাসপাতালই তৈরি হবে আড়াশো বেডের। বুধবারই হাসপাতালগুলি তৈরির জন্য ৪১.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দুটি হাসপাতাল তৈরির পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে একটি অক্সিজেন প্লান্ট তৈরিরও অনুরোধ জানিয়েছিলেন অধীর।

আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অসমের ২০ হাজার পরিবারকে যোগাভ্যাস করাবে সেবা ভারতী, পূর্বাঞ্চল

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : ২১ জুন, আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সকালে অসমের ২০ হাজার পরিবারকে যোগাভ্যাসে যুক্ত করতে এক বিশাল কার্যসূচি হাতে নিয়েছে সেবা ভারতী, পূর্বাঞ্চল নামের বেসরকারি সামাজিক সংগঠনের যোগা বিভাগ। সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল অসম ক্ষেত্রের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরেন্দ্র তালখেদকর সংগঠনের বিশাল এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন, যোগ হল মানুষের জীবনে 'লবণ'-এর মতো প্রয়োজনীয়। যোগা আসলে বিনা পয়সার জীবন বিমা। তাই যোগাভ্যাসকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে সমাজের সকলকে যুক্ত করতেই এই যোজনা হাতে নিয়েছেন তাঁরা। তালখেদকর বলেন, কেবল শহরাঞ্চলে নয়, রাজ্যের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে যোগচর্চার এক পরিবেশ গড়ে তুলতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল।

এদিকে সেবা ভারতী, পূর্বাঞ্চলের উত্তর অসম প্রান্তের যোগপ্রমুখ অরূপজ্যোতি দাস বলেন, ইতিমধ্যে ধুবড়ি থেকে শদিয়া পর্যন্ত তাঁদের এই কার্যসূচিকে সফল করতে জায়গায় জায়গায় যোগাযোগ সম্পন্ন করে ফেলেছেন তিনি এবং সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কার্যকর্তারা। এ প্রসঙ্গে অরূপজ্যোতি বলেন, বর্তমান অতিমারি কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে ইমিউনিটি বাড়াতে যোগচর্চার বিকল্প নেই। তাই শরীরকে নিরোগ রাখতে সকলকে যোগচর্চায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অরূপজ্যোতি দাস বলেন, আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অসমের ২০ হাজার পরিবারকে যোগাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। যেখানে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা নেই, সে সব স্থানে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের যোগা-প্রমুখরা যোগাভ্যাস করাবেন। সংগঠনের এই লক্ষ্য সফল হবে বলে আশাবাদি দাস বলেন, এদিন থেকে এই ২০ হাজার পরিবার যাতে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করেন তার প্রতিও তাঁরা যত্নশীল হবেন।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ফের ভূমিকম্প, সুনামির আশঙ্কা

জাকার্তা, ১৬ জুন (হি.স.) : ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ মালাকুতে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় বুধবার বেলা ১১টা ৪৩ মিনিটে এটি আঘাত হানে।

ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল মালাকু টেঙ্গাহ জেলার ৬৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া, জলবায়ুবিদ্যা এবং ভূ-প্রকৌশল সংস্থা বিএমকেজি জানিয়েছে, বুধবার দেশটির মোলাক্কাস দ্বীপপুঞ্জের কাছে ৬.১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে। এর প্রভাবে সুনামির শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি। তবে তাতক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এক সতর্কবার্তায় ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার জনগণকে, বিশেষ করে সেরাম দ্বীপের বাসিন্দাদের উঁচু স্থানে আশ্রয় নিতে বলেছে বিএমকেজি। এদিন ৫.৫ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প ভারত মহাসাগরের মাঝামাঝি আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা।

পাথারকান্দির সংরক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত করার দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বহিন্দু ও বজরং দলের স্মারকপত্র

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : সাম্প্রতিককালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের কড়া নির্দেশে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পাথারকান্দি প্রখণ্ডের পদাধিকারীরা সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

উল্টো দিকে বিরোধী কংগ্রেস সহ একাংশ সামাজিক সংগঠন এই সব উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানানোর ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের পাথারকান্দি প্রখণ্ড সম্পাদক দীপক নাথ এবং বজরং দলের পাথারকান্দি প্রখণ্ড সংযোজক বিপ্লব সোম। তাঁরা বলেন, সম্প্রতি পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত লঙ্গাই রিজার্ভের ছলামনা ও বাজারঘাট সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জবরদখলকারী মোট ২৮টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এতে মায়াকান্না জুড়ে সস্তা রাজনীতিতে উঠে-পড়ে লেগেছে বিভিন্ন সংগঠন এবং কংগ্রেস সহ একাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল। সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন দীপক নাথ ও বিপ্লব সোম।

বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের স্থানীয় দুই পদাধিকারী জানান, সরকারের এই সাহসী পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে পাথারকান্দি সহ করিমগঞ্জ জেলার অন্যান্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে জবরদখলমুক্ত করে সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়ে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ১১ জুন পাথারকান্দি সার্কল অফিসারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন। স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, বিগত চার থেকে পাঁচ দশক ধরে অসমের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশাপাশি পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার চারটি ফরেস্ট রেঞ্জের অধীন বহু বনভূমি বেদখল করে ঘরবাড়ি, ফিশারি, রবার ও সুপারি বাগান করা হয়েছে। এছাড়া অবাধে অসংখ্য মূল্যবান গাছ-গাছালি কেটে বন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে মাফিয়ারা। যার ফলে একদিকে যেমন সরকারি হাজার হাজার হেক্টর জমি বেদখল হচ্ছে অন্যদিকে বন ধ্বংসের ফলে পরিবেশ নষ্ট হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করা একান্ত জরুরি বলে মনে করে সংগঠন দুটি। স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, তোষণ রাজনীতির ফলে বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে এভাবেই বন ধ্বংস ও সরকারি জমি বেদখল হয়ে আসছে। তাছাড়া ওইসব স্থানে চোরাকারবারীরা কাঠ চোরার অবৈধ মেশিন ব্যবহার করেও বন ধ্বংস চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় অতিসত্বর সরকারি জমি বেদখল মুক্ত করে অবৈধ মেশিনগুলো বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানান বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পাথারকান্দি প্রখণ্ডর কার্যকর্তারা।

স্মারকপত্রে তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন, পাথারকান্দির বুরুঙ্গা মধুরবন্দ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের হাজার হাজার বিঘা জমি বর্তমানে বন মাফিয়াদের দখলে। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে এমন দুষ্ককার্য সংগঠিত হয়েছে। তাই অতিসত্বর এই সব বন ধ্বংসকারী ভূমাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ সরকারি জমি বেদখল মুক্ত করতে দাবি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্ররিত স্মারকপত্রের প্রতিলিপি রাজ্যের বনমন্ত্রী, করিমগঞ্জের জেলাশাসক, সার্কল অফিসার, স্থানীয় বিধায়ক এবং ডিএফওকেও পাঠানো হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩,১৮৭

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : করোনা হানায় দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। অপরদিকে রাজ্য জুড়ে ধীরে কমেছে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৩,১৮৭। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩,১৮৭ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৪,৭১,২৩১। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৬৯ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭,১১৮। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ০২,০১২। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,৩২,৯৬১। আর সেই কারণেই সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.৪০শতাংশ। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর

কলকাতা, ১৬ জুন (হি স): ''বেলাশেষ '' সত্যজিৎ রায়ের ''বিমলার ''। প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। বুধবার দুপুরে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আপাতত অভিনেত্রীর মৃতদেহ রয়েছে হাসপাতালেই। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে কেওড়াতলার মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর এমনটাই খবর পরিবার সূত্রে। দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না বুধবার শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অভিনেত্রীর কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়। অভিনেত্রী পরিবার সূত্রে খবর হাসপাতাল থেকেই সরাসরি কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হতে পারে অভিনেত্রীর মরদেহ। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

মেক্সিকোতে লাইনচ্যুত পণ্যবোঝাই ট্রেন, হতাহত ৪ জন

মেক্সিকো সিটি, ১৬ জুন (হি.স.): মেক্সিকোতে লাইনচ্যুত হয়ে গেল পণ্যবোঝাই একটি ট্রেন। লাইনচ্যুত হওয়ার পর রেললাইনের ধারে একাধিক বাড়িতে ধাক্কা মারে ট্রেনটি এবং উল্টে যায়। দু''টি লোকোমোটিভ এবং ১২টি ট্রেন কার (বগি) লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন প্রবীণ ব্যক্তির এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মেক্সিকোর জালিসকো স্টেটের স্যান ইসিডরো মাজাটেপেক শহরে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার ক্যানোলা শস্যবোঝাই একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বাড়ির উপর উল্টে যায়। বিকট শব্দে স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লাইনচ্যুত হওয়ার পর রেললাইনের ধারে অবস্থিত একাধিক বাড়িতে ধাক্কা মারে ট্রেনটি। মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং ৩ জন আহত হয়েছনে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভারী বৃষ্টিতে ডুবল মুম্বইয়ের রাস্তা, যানজটে ভোগান্তি চরমে

মুম্বই, ১৬ জুন (হি.স.): মাঝে তিন-দিনের বিরতির পর মুম্বইয়ে ফের স্বমহিমায় বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টিতে ফের ডুবল মুম্বইয়ের বিভিন্ন রাস্তা, প্রবল বর্ষণে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে। সারিবদ্ধভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য গাড়ি। লাগাতার বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের সিওন, পারেল, হিন্দমাতা প্রভৃতি এলাকায় জল জমে যায় রাস্তায়।

মাঝে তিন-দিন বৃষ্টি হয়নি মুম্বইয়ে, কিন্তু মঙ্গলবার ভোর থেকেই ভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে মুম্বই ও শহরতলি। বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হলেও, ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। এদিন সবথেকে বেশি যানজট হয় ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে, দীর্ঘ সময়ের জন্য যানজটে নাকাল হতে হয়েছে বাণিজ্যনগরী মানুষজনকে। এছাড়াও মুম্বইয়ের অন্যত্র রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় শ্লথ গতিতে চলাচল করেছে গাড়ি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সংঘর্ষ-বিরতির পর এই প্রথম, গাজায় এয়ারস্ট্রাইক ইজরায়েলের

গাজা সিটি, ১৬ জুন (হি.স.): টানা ১১ দিন পর থেমে গিয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, সংঘর্ষ-বিরতি ঘোষণা করেছিল ইজরায়েল ও হামাস। সংঘর্ষ-বিরতি ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে অনেক দিন, ফের গাজায় বিমান হামলা (এয়ারস্ট্রাইক) চালাল ইজরায়েল। প্যালেস্টাইন সুরক্ষা সূত্রের খবর, বুধবার ভোররাতে গাজা স্ট্রিপের খান ইউনিসে অন্ধকার আকাশে এয়ারস্ট্রাইক চালায় ইজরায়েল। প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের সন্ত্রাসীরা দক্ষিণাঞ্চলীয় ইজরায়েল আগুন বেলুন পাঠানোর পরই, গাজায় এয়ারস্ট্রাইক চালায় ইজরায়েলি এয়ারফোর্স।

ইজরায়েলি এয়ারফোর্স জানিয়েছে, গাজা থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় ইজরায়েলে অন্তত ২০টি আগুন বেলুন ছোড়া হয়। প্রতিবাদেই বিমান হামলা চালানো হয়। এদিনের এয়ারস্ট্রাইকে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, এর আগে টানা ১১ দিনের সংঘাতের পর গত ২১ মে সংঘর্ষ-বিরতিতে সম্মত হয় ইজরায়েল ও হামাস।

আগ্রায় বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত তিনটি শিশু, প্রাণে বাঁচলেন ৬ জন

আগ্রা, ১৬ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আগ্রায় নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হল তিনটি শিশুর। ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে গুরুতর আহত হয়েছেন ওই তিনটি শিশুর পরিবারের ৬ জন সদস্য। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বৃষ্টির মধ্যেই আগ্রা শহরের কাগারোল এলাকায় অবস্থিত নির্মাণাধীন ওই বাড়ির ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে পড়ে।

ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান একই পরিবারের ৯ জন সদস্য। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান, পরে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলকে খবর দেওয়া হয়। আগ্রার জেলাশাসক প্রভু এন সিং জানিয়েছেন, '৯ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশুর। মৃতদের বয়স ৩-৮ বছরের মধ্যে। আহত ৬ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' প্রাথমিভাবে মনে করা হচ্ছে, বৃষ্টির কারণেই নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে পড়ে।

খুলে গেল তারাপীঠ মন্দির, ভক্তদের মানতে হবে কোভিড-বিধি

তারাপীঠ, ১৬ জুন (হি.স.): কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশ যখন নাজেহাল, এমন পরিস্থিতিতে প্রায় এক মাস আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বীরভূম জেলার তারাপীঠ মন্দির। পশ্চিমবঙ্গে করোনার প্রকোপ অনেকটা কমতেই ফের খুলে দেওয়া হল তারাপীঠ মন্দির। মন্দির খুললেও করোনাবিধি মেনে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে হবে ভক্তদের। মন্দির চত্বরে মাস্ক বাধ্যতামূলক।

বৃষ্টির জন্য এদিন মন্দিরে ভক্তদের সংখ্যা যথেষ্ট কম ছিল। বিগ্রহ যাতে কেউ স্পর্শ করতে না পারেন, তাই গর্ভগৃহের সামনে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। গর্ভগৃহে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার লকডাউনের মতো কড়াকড়ি জারি করার পরই ১৮ মে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তারাপীঠ মন্দির। এই মন্দিরের সঙ্গে সেবাইত, দোকানদান, হোটেল ব্যবসায়ীদের অর্থনীতি জড়িয়ে আছে। তাই করোনাবিধি মেনে মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দু''মাস পর খুলে গেল তাজমহল, উন্মুক্ত লালকেল্লা-সহ অন্যান্য সৌধও

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): ভারতে ধীরে ধীরে অনেকটাই কমে গিয়েছে করোনাভাইরাসের প্রকোপ, সংক্রমণ কমতেই বুধবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল তাজমহলের দরজা। তাজমহলে এক সময়ে ৬৫০ জনের বেশি মানুষকে অনুমতি দেওয়া হবে না। টিকিট বিক্রি হবে শুধুমাত্র অনলাইনেউ তাজমহলের পাশাপাশি এদিন থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য স্মৃতি সৌধও। ভারত সরকারের (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) অধীনস্থ লালকেল্লা, অজন্তা-সহ দেশের সর্বত্র অন্যান্য স্মৃতি সৌধ ও দর্শনীয় স্থান খুলে দেওয়া হয়েছে বুধবার থেকেই।

করোনার প্রকোপে গত বছরও দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ ছিল তাজমহল-সহ দেশের সমস্ত স্মৃতি সৌধ ও দর্শনীয় স্থান। মাঝে কিছু দিনের জন্য খুললেও, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য ফের বন্ধ করে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সমস্ত স্মৃতি সৌধ ও দর্শনীয় স্থান। এই মুহূর্তে দেশে করোনার আগ্রাসন অনেকটাই কমেছে, তাই প্রায় দু''মাস পর বুধবার থেকেই খুলে দেওয়া হল তাজমহল, লালকেল্লা-সহ সমস্ত স্মৃতিসৌধ। পছন্দের দর্শনীয় স্থানগুলি খুলে গেলেও, পর্যটক ও সাধারণদের মানতে হবে সমস্ত কোভিড-বিধি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শর্টসার্কিট থেকে বিপত্তি, বিহারের মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন !

পাটনা, ১৬ জুন (হি.স.): আগুন লাগল বিহারের মন্ত্রী সন্তোষ কুমার সুমনের সরকারি বাসভবনে। বুধবার সকালে বিহারের মন্ত্রী এবং বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী জিতেন রাম মাঁঝির ছেলে সন্তোষ কুমার সুমনের পাটনার বাসভবনে আগুন লাগে। আগুনে একটি ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র-সহ বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। যদিও, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত। মন্ত্রী সন্তোষ কুমার সুমন জানিয়েছেন, 'আমার মতে শর্টসার্কিটের কারণেই আগুন লেগেছে। আগুন নিভে গিয়েছে।'

সকাল তখন আটটা হবে, মন্ত্রী সন্তোষের বাসভবনে আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়িতেই ছিলেন মন্ত্রী। বাড়িতে আগুন লেগেছে বোঝা মাত্রই সকলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় দমকলকে, দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে একটি ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র-সহ বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে।

বিজেপির সেলভম পুদুচেরির নতুন স্পিকার, অভিনন্দন রাঙ্গাস্বামীর

পুদুচেরি, ১৬ জুন (হি.স.): পুদুচেরি বিধানসভার নতুন স্পিকার হলেন বিজেপির ''এমবালাম'' আর সেলভম। বুধবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুদুচেরি বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন সেলভম। বুধবার সকালে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই, প্রোটেম স্পিকার কে লক্ষ্মীনারায়ণ বিধানসভার স্পিকার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। এরপর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুদুচেরি বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন মানাভেলি আসনের বিধায়ক সেলভম।

পুদুচেরি বিধানসভার ২১ তম স্পিকার হলেন সেলভম। এদিন স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর সেলভমকে স্পিকারের আসনে নিয়ে গিয়ে বসান মুখ্যমন্ত্রী এন রাঙ্গাস্বামী ও বিরোধী দলনেতা আর শিবা। নতুন স্পিকারকে দু''জনে অভিনন্দনও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, অল ইন্ডিয়া এন আর কংগ্রেস এবং বিজেপি জোট করে সরকার গঠন করেছে পুদুচেরিতে।

পাথারকান্দির বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় চলছে স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউকে প্রতিরোধ করতে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। এরই অঙ্গস্বরূপ রাজ্য জুড়ে চলছে টিকাকরণ, কোভিড টেস্ট ও স্যানিটাইজেশনের কাজ। এ থেকে পিছিয়ে নেই করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাও।

গত কয়েকদিন ধরে পাথারকান্দির ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ পর্যায়ক্রমে শুরু হয়েছে করোনা টেস্ট শিবির ও স্যানিটাইজেশনের কাজ। এ সব কাজে সংশ্লিষ্ট জিপি কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। করোনা টেস্ট এবং স্যানিটাইজেশনের কাজে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জিপি ফান্ড থেকে দশ শতাংশ হারে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে। এতে জিপি প্রতি ৯০ হাজার টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমতি দিয়েছে সরকার।

জানা গেছে, গত শনিবার থেকে বাজারিছড়া জিপি এলাকার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ বাজার এলাকায় জীবাণুনাশক ছড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় জিপি সভানেত্রী যোগমায়া পাল, জেলা পরিষদ প্রতিনিধি অমিতাভ দে ও সহ-সভাপতি রজত নাগ সহ গ্রুপ সদস্যদের উপস্থিতিতে স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু হয়। প্রতিদিন বেলা প্রায় দশ-এগারোটা থেকে রাত প্রায় আট-সাড়ে আটটা পর্যন্ত জীবাণুনাশক ছড়িয়ে স্যানিটাইজেশনের কাজ হচ্ছে। পাশাপাশি মাইকযোগে কোভিড প্রতিরোধের জন্য মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চালানো হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বেসন নয়, ময়দা দিয়ে তৈরি করুন বেগুনি

শহরে আজ বৃষ্টির আবহাওয়া। ধীরে ধীরে বর্ষা ঢুকছে বাংলায়। বৃষ্টির দিনে গলির মোড়ের দোকান থেকে তেলেভাজা কিনে খেলে জমে যায় সন্ধে। কিন্তু লকডাউন চলছে। দোকান বন্ধ। করোনার আতঙ্কে তাই অনেক রেসিপিই বাড়িতে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। বর্ষার দিনে বেগুনি অনেকেরই প্রিয়। সাধারণত বেসনের গোলায় বেগুনি তৈরি করেন অনেকেই। কিন্তু এতে খুব বেশিক্ষণ মুচমুচে থাকে না। বেসনের বদলে ময়দা দিয়ে তৈরি করুন। অনেকক্ষণ খাস্তা থাকবে বেগুনি। কীভাবে তৈরি করবেন, সেই রেসিপিই আজ শেয়ার করা হল।

বেগুন ভাল করে ধুয়ে লম্বা ফালি করে কেটে নিন। এ বার চার চামচ ময়দা, দুই চামচ বেকিং পাউডার এবং এক চামচ কনফ্লাওয়ার, এক চামচের তিন ভাগের এক ভাগ বেকিং সোডা নিন। বেগুনে অল্প চিনি এবং নুন মাখিয়ে নিন। একটি পাত্রে ময়দা, কনফ্লাওয়ার, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, আধ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, আধ চামচ হলুদ, এক চামচ জিরে গুঁড়ো, এক চামচ নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে অল্প করে জল মিশিয়ে থকথকে মিশ্রণ তৈরি করুন। তার মধ্যে দিয়ে দিন দুই চামচ পোস্ত। ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। এরপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে গরম করে নিন। এ বার মিশ্রণে বেগুনের টুকরো মাখিয়ে নিয়ে হালকা আঁচে ভেজে নিন। এই পদ্ধতিতে তৈরি করলে অনেকক্ষণ খাস্তা থাকবে বেগুনি। হালকা আঁচে ভাজলে বাইরের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটাও ভাজা হয়ে যাবে। আজই ট্রাই করতে পারেন এই রেসিপি।

ঝাল লংকা খেতে ভালবাসেন? বিশ্বের ৮টি তীব্র ঝালযুক্ত চিলি পিপারের নাম জেনে নিন

ঝাল খেতে ভালবাসেন?তাহলে এই প্রতিবেদনটি আপনার জন্য। অতিরিক্ত ঝাল মশলাদার কারি, সস, আচার তৈরির জন্য দরকার পড়ে ঝাল লংকা। কিন্তু জানেন কি পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু লংকা রয়েছে, যার কারণে কান দিয়ে ধোঁয়া বেরতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তীব্র ঝাল-যুক্ত লংকায় ক্যাপসাইকিনয়েডস নামে একটি যৌগ থাকে। তার ফলে জিভের নীচে অবস্থিত স্নায়ুগুলিকে উদ্দীপিত করে ও মস্তিষ্কে এক গরম জ্বালা ধরার অনুভূতির সাক্ষী থাকতে সাহায্য করে।

ক্যারোলিনা রিপার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঝাল-যুক্ত লংকা। এটি প্রথম পাওয়া যায় দক্ষিণ ক্যারোলিনা স্টেটে। তাই থেকেই এই তীব্র ঝালের লংকার নাম হয়েছে ক্যারোলিনা। দুর্দান্ত দেখতে এই লংকার আবার কাঁকড়ার মতো লেজও রয়েছে।

মরুগা স্করপিওন। বিশ্বের ২য় হটেস্ট পিপার। ত্রিনিদাদের বিখ্যাত এই লংকার একেবারে নীচের দিকে ঝালের স্বাদ পাওয়া যায়।

নাগা মরিচ

বাংলাদেশের এই লংকাকে দ স্নেকও বা হয়। কতকটা ভুত জোলোকিয়ার মতো দেখতে এই লাল লংকা। মাপে ছোট্ট কিন্তু চরিত্র দেখতে গেলে আপনাকে চিনি বা মধুর ডিব্বা নিয়ে বসতে হতে পারে।

চকোলেট ত্রিনিদাদ স্করপিওন এটিও বিশ্বেক অন্যতম হটেস্ট চিলি পিপার। বারবিকিউ বা সস তৈরির জন্য এই লংকা ব্যবহার করা হয়। ভুত জোলোকিয়া হলি পিপার নামেও একে বলা হয়। ভারতের বিখ্যাত এই তীব্র ঝাল লংকার মাপ হয় মাত্র ৪-৭ সেন্টিমিটার। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঝাল লংকায় ঝালের তীব্রতা রয়েছে ৮৫৫,০০০ এসএইচইউ। স্কচ বোনের পিপার ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডে সবতেয়ে বেশি উতাদিত এই লংকার ঝালের নাম ছড়িয়ে রয়েছে সারা বিশ্বেই। সাধারণত গুয়ানাতেই এই লংকার চাষ করা হয়। এর অপর নাম বল অফ ফায়ার। মানজানো পিপার বলিভিয়া ও পেরুতে চাষকরা হয় এই লংকা। লাল লংকার মতো এই পিপারের রঙ লাল নয়, অনেক রকমের রঙের হয়ে থাকে।

শরীর সুস্থ রাখতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্রাম আর ঘুম !

লেটুস পাতা! আমরা সবাই প্রায় এই পাতাটি চিনি। ইতিহাসবিদরা অনেকে বলেন, এই সবুজ পাতাটির চাষ প্রথম মিশরীয়রা শুরু করেছিল। তারা এই পাতাটি শাক হিসেবে চাষ করতেন। এমনকি এই পাতার বীজ থেকে তেলও বের করা হত। যদিও পরে এই লেটুস পাতার চাষ গ্রীক ও রোমানরা শুরু করে।

লেটুস পাতার আরেক নাম হল আইসবার্গ লেটুস। এই অদ্ভুদ নামের কারণ হল আগে কার দিনে লেটুস বা যে কোনও শাক ফ্রিজে না রাখা হলে তা নষ্ট হয় যেত। বিংশ শতাব্দীতে সব জায়গায় ফ্রিজ পাওয়া যেত না। তাই ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেরা বরফের মাধ্যমে শাকগুলি সংরক্ষণ করত। তখন থেকেই এর নাম আইসবার্গ।

লেটুস পাতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। এই পাতার মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি-৬, আয়রন, পটাসিয়াম ইত্যাদি।

লেটুস পাতা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। কারণ এর মধ্যে বিটা ক্যারোটিন ও লুটিনের মত অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। এই ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলি ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি হ্রাস করে।

লেটুস পাতা ঘুমোতে সাহায্য করে। আপনি যদি অতিরিক্ত পরিমাণে লেটুস পাতা খান তাহলে আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন। কারণ, এর মধ্যে ল্যাকট্যাক্যারিয়াম নামক একটি উপাদান থাকে ঘুমোতে সাহায্য করে।

চুটিয়ে প্রেম করছেন ক্যাটরিনা কইফ ও ভিকি কৌশল, জানালেন হর্ষবর্ধন কাপুর!

গত এক বছর ধরে বলিউডের অলিতে গলিতে কান পাতলেই জোর ফিসফাস শোনা যাচ্ছে ক্যাটরিনা কইফ এবং ভিকি কৌশলকে ঘিরে। তাঁরা যে সম্পর্কে রয়েছেন একথাও ঠারেঠোরে প্রায় গোটা বলিউড স্বীকার করে নিলেও এই দু'জনের মুখ থেকে পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে টুঁ শব্দটুকু শোনা যায়নি। তবে এবার ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়েই পড়লো। সম্প্রতি, এক সাক্ষাতকারে কথার ফাঁকে হর্ষবর্ধন কাপুর স্বীকার করে নিলেন যে সম্পর্কে রয়েছেন ভিকি এবং ক্যাট! সম্প্রতি ছোটপর্দার একটি সেলিব্রেটি চ্যাট শো "বাই ইনভাইটস অনলি"-তে হাজির

হয়েছিলেন "অনিল-পুত্র". সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বের ফাঁকে হর্ষবর্ধনকে জিজ্ঞেস করা হয় সাম্প্রতিক সময়ে টিনসেল টাউনের অন্তত এমন একটি জুটির নাম বলতে যাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সত্যিকার"-এর সম্পর্কে রয়েছেন অথচ তা স্বীকার করেন না। একমুহূর্ত না ভেবে হর্ষবর্ধন জবাব দেন" ভিকি এবং ক্যাটরিনা!" তারপরেই হাসতে হাসতে প্রশ্নকর্তাকে তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, " আচ্ছা, এই যে ব্যাপারটা আমি ফাঁস করে দিলাম তার জন্য বিপদে পড়ে যাবো না তো?" অবশ্য নিজেই এরপর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, " অবশ্য এটা তো এখন বেশ খুললাম খুল্লা ব্যাপার। সবাই বুঝতে পারছে ওঁদের ব্যাপারটা।" তবে জানিয়ে রাখা ভালো, এখনও পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কের কথা পেওকাশ্যে একটিবারের জন্যও স্বীকার করেননি ক্যাট কিংবা ভিকি। গত বছর দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ভিকিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব ছিল তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে একটা পর্যায় পর্যন্ত আড়ালে রাখতে চান। কারণ একবার এ বিষয়ে মুখ খুললেই শুরু হয়ে যাবে নানান রসালো আলোচনা। তাঁর বলা কথা থেকে হয়তো নিত্যনতুন মানেও বের করতে পারে অনেকে। তাই সেসবের মধ্যে তিনি যেতে চান না, সাফ জানিয়েছিলেন ভিকি। কিছুদিন আগে প্রায় একই সময়ে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ভিকি এবং ক্যাটরিনা। গত ৫ এপ্রিল নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর নেটমাধ্যমে জানিয়েছিলেন "উরি" অভিনেতা। ঠিক তার একদিন পরেই ৬ এপ্রিল নেটমাধ্যমে নিজের করোনা আক্রান্তের খবর কানিয়েছিলেন ক্যাটরিনাও। আবার ওই মাসের ১৬ তারিখে করোনা নেগেটিভ হয়েছিলেন এই তারকা অচিনেতা। অন্যদিকে, ১৭ তারিখ করোনা মুক্ত হয়েছিলেন ক্যাটরিনাও।

কাঁচা আমের আচারের এই দুটি রেসিপি ট্রাই করতে পারেন

কাঁচা এবং পাকা, দুরকমের আমই এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কাঁচা আমের চাটনি অনেকেই বাড়িতে তৈরি করেন। কিন্তু আচার সকলে করতে পারেন না। অথচ আচার খেতে ভাল লাগে। আজ কাঁচা আমের আচারের দুটি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হল। বাড়িতে ট্রাই করুন।

টক মিষ্টি আমের আচার

উপকরণ- এক কেজি কাঁচা আম। আধ কার সরষের তেল। এক কাপ রসুন বাটা। দুই চা চামচ আদা বাটা। দুই চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। দুই চা চামচ চিনি। নুন পরিমাণ মতো। মেথি গুঁড়ো এক চা চামচ। দুই চা চামচ জিরে গুঁড়ো। এক চা চামচ মৌরি গুঁড়ো। দুই চা চামচ রাঁধুনি গুঁড়ো। তিন টেবিল চামচ সরষে বাটা। দুই টেবিল চামচ শুকলো লঙ্কা গুঁড়ো। এক চা চামচ কালো জিরে গুঁড়ো।

প্রণালী- খোসা সহ কাঁচা আম টুকরো করে নুন দিয়ে মেখে সারা রাত রেখে দিন। পরের দিন ধুয়ে নিয়ে আদা, হলুদ, রসুন মাখিয়ে রোদ্দুরে রেখে দিন কিছুক্ষণ। এরপর কড়াইতে তেল দিয়ে আমের টুকরো গুলো নেড়ে নিন। গলে গেলে নামিয়ে নিন। অন্য একটি কড়াইতে বাকি তেল দিয়ে চিনি গলিয়ে নিন। এরপর মেথি, মৌরি ছাড়া বাকি সব উপকরণ দিয়ে আম কষিয়ে নিন। আম গলে গেলে মৌরি, মেথি গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

গরমে কেন খাবেন লস্যি? জেনে নিন এই পানীয়ের বিভিন্ন গুণ (১০

গরমকাল মানেই ঠাণ্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে করে সকলের। তেল-ঝাল-মশলা জাতীয় খাবার এড়িয়ে বরং ঠাণ্ডা শরবত, আইসক্রিম, কোলড্রিঙ্কে মনে মজে যায়। তবে গরমকালে শরীর সুস্থ এবং সতেজ রাখতে সবচেয়ে উপকারি লস্যি। মশলা ছাস, দইয়ের ঘোল, দইয়ের শরবত কিংবা ঠাণ্ডা লস্যি হরেদরে সবক'টি পানীয়ই প্রায় একইরকম স্বাদে। তবে শুধু স্বাদে নয়, পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ এইসব পানীয়। পেটও ভরিয়ে রাখে অনেকক্ষণ। বাড়ির বড়রাও দেখা যায় গরমকালে লস্যি জাতীয় পানীয় খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

একঝলকে দেখে নেওয়া যাক লস্যির বেশ কিছু গুণ

১। শরীর ঠাণ্ডা রাখতে এই পানীয়ের জুড়ি মেলা ভার। খাবার ভালভাবে হজম করানোর পাশাপাশি অ্যাসিডিটি বা অম্বলের সমস্যাও কমায় এই লস্যি। আসলে এই লস্যির মূল উপকরণ টক দইয়ে থাকে 'ভাল ব্যাকটেরিয়া' ল্যাকটোব্যাসিলি। এই ব্যাকটেরিয়াই সঠিক ভাবে খাবার হজম করাতে সাহায্য করে।

২। বলা হয়, খুব গরমে বা যেসব অঞ্চলে 'লু' বয়, সেখানকার লোকজন লস্যি খেলে এই অতিরক্ত দাবদাহের সঙ্গে শরীর লড়াই করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে লস্যি। এর মধ্যে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন ডি, যা আসলে ইমিউনিটি বুস্টার।

আরও পড়ুন- একটু একটু করে অসুস্থ করে তুলছে জলবায়ুর পরিবর্তন! কীভাবে?

৩। যাঁরা দুধ খেতে পারেন না বা যাঁদের দুধ সহ্য হয় না, তাঁদের অনেকেই কিন্তু অনায়াসে লস্যি খেতে পারেন। ফলে শরীরে সঠিক পরিমাণে ক্যালসিয়ামের জোগান বজায় থাকে। কোনও ঘাটতি দেখা যায় না। এই সঠিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকার দরুণ হাড়ের গঠন সুদৃঢ় হয়।

৪। ত্বকের জন্যও লস্যি খুবই উপকারি। এর মধ্যে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের জেল্লাভাব বাড়ায়। শুধু তাই নয় ত্বকের গঠন উন্নত হয়। অকালে বলিরেখার সমস্যা দেখা দেয় না। স্কিন টেক্সচার ভাল হওয়ার ফলে ত্বক হয় মসৃণ এবং মোলায়েম। সেই সঙ্গে ফিরে আসে ত্বকের স্বাভাবিক জৌলুস।

কোভিডে ফুসফুসের কতটা ক্ষতি হবে? ভাইরাসের অণুর ত্রিমাত্রিক ছবি দেখাবে দিশা

ফুসফুসের চারপাশে যে প্রোটিনের স্তর ঘিরে থাকে, তার সঙ্গে করোনাভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন মিশে কী ধরনের প্রক্রিয়া তৈরি হয়, সেটা ভাল ভাবে বোঝার একটি উপায় বার করেছেন আমেরিকার একদল গবেষক। একটি ক্রায়ো-ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ভাইরাসের প্রোটিনের অণুর ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করেছেন তাঁরা। যা ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা সম্ভব ফুসফুসের কতটা ক্ষতি করতে পারবে এই ভাইরাস। "নেচার কমিউনিকেশন" প্রত্রিকায় প্রকাশিত এই রিপোর্ট ভবিষ্যতে করোনার ওষুধ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। যাতে ফুসফুসের চরম ক্ষতি হওয়া আটকানো সম্ভব হয়।

ব্রুকহ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির স্ট্রাকচারাল বায়োলজিস্ট ক্যুন লিউ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, দু'ধরনের প্রোটিন কী ভাবে মিশে যাচ্ছে তাঁর অণুবিক চিত্র পরিষ্কার হলে বোঝা সম্ভব কেন করোনাভাইরাস ফুসফুসের জন্য এতটা ক্ষতিকর। এতে ওষুধ নির্মাতাদের সুবিধে হবে, যাতে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলো আটকানো যায়। যাঁদের শরীরে প্রথম থেকেই অন্য কোনও অসুবিধা রয়েছে, তাঁদের পক্ষে করোনার সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ বেড়ে যাবে এর ফলে।

ভাইরাস প্রোটিনের মানচিত্র

মেমব্রেন প্রোটিন এবং ডায়নামিক প্রোটিন কমপ্লেক্স কী ভাবে মিশে যাচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। এই প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা একটি ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করতে পেরেছি, " বললেন লিউ।

সার্স-সিওভি-টু ভাইরাসের বাইরের দিকে থাকে একটা স্পাইক প্রোটিন। শরীরের যে কোষগুলো এই ভাইরাস আক্রমণ করে, স্পাইক প্রোটিনের সাহায্যে সেগুলোয় আরও নতুন ভাইরাস তৈরি করতে পারে করোনাভাইরাস। সেটা তৈরি করতে ভাইরাস মানুষের শরীরের প্রোটিনের সাহায্য নেয়। ফুসফুসের কোষগুলো একসঙ্গে জুড়ে রাখে যে প্রোটিন, সেগুলোই টেনে বার করে ভাইরাসের প্রোটিন নতুন ভাইরাস তৈরি করে বলে অনুমান করছেন বৈজ্ঞানিকরা। লিউ বুঝিয়ে বলেছেন, এই ধরনের প্রক্রিয়া ভাইরাসের জন্য দারুণ। কিন্তু মানুষের শরীরে নানা রকম ক্ষতি হয়ে যায়। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে বা যাঁদের অন্য কোনও রোগ রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে। ফুসফুসের কোষগুলো আলগা হয়ে গেলে, সেগুলো সারাতে রোগ প্রতিরোধর কোষ জেগে ওঠে। কিন্তু সেই সময় "সাইটোকাইন" নামে এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করে রোগ প্রতিরোধক কোষগুলি। অনেক সময় এই থেকেই শুরু হয় সাইটোকাইন ঝড়। এবং সেটাই মারাত্মক রূপ নেয় কোভিড রোগীদের মধ্যে। ফুসফুসের কোষ খুব দুর্বল হয়ে পড়লে ভাইরাস সহজেই ফুসফুস ছেড়ে রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের অন্য অঙ্গে আক্রমণ করতে পারে।

ভাইরাসের প্রোটিন এবং শরীরের প্রোটিন কী ভাবে মেলামেশা করছে তাঁর অণু-মাত্রিক ছবি তোলেন গবেষকেরা। খুব দ্রুত গতিতে অনেক সংখ্যায় ছবি তোলার পর সেগুলো ক্রায়ো-ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এই ভাবে তৈরি হয় একটি ত্রিমাত্রিক ছবি। যা থেকে একেকটা অ্যামিনো অ্যাসিডের (অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেই তৈরি হয় প্রোটিন) সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়। গবেষকেরা আশা করছেন, এই ত্রিমাত্রিক ছবি দেখে ওষুধ নির্মাতা করোনার সঙ্গে লড়াই করার নতুন ওষুধ তৈরি করতে পারবেন ভবিষ্যতে।

চট করে বানানো মুখরোচক চাট, খেলেই ঝরবে ওজন !

তেলহীন, নুন হীন সবুজ শাকসব্জি ওজন ঝরাতে সাহায্য করে ঠিকই। তবে সেটা মেদ ঝরানোর একটা উপায়। অন্য উপায়ও আছে। আর সেই উপায়ে প্রতিদিন বদল হয় জিভের স্বাদ! মন হয় খুশ। অথচ খাবারও হয় পুষ্টিকর উপাদানে পূর্ণ। ওজনও কমে হুড়হুড়িয়ে। কী সেই উপায়? সেই উপায়ের নাম "স্বাস্থ্যকর চাট"!

রাজমা চাট: জিভে জল আনা চাট বানাতে দরকার একবাটি সেদ্ধ, জল ঝরানো রাজমা। সেদ্ধ রাজমায় এবার ইচ্ছে হলে যোগ করতে পারেন যতখুশি শসা, টম্যাটো, গাজরের স্যালাড, ধনে পাতা আর পেঁয়াজ কুচি! অন্যান্য সব্জিও দেওয়া যায়। দিতে পারেন চাট মশলা। আবার ইচ্ছে হলে সামান্য নুন আর গোলমরিচ মিশিয়েও খাওয়া যায়। আর খুব ইচ্ছে হলে এক চা চামচ অলিভ অয়েল মেশাতেও পারেন। মাশরুম-ফলের চাট: আনারস, আপেল, কয়েকটুকরো কিউয়ি"র সঙ্গে মেশান মাশরুম! হ্যাঁ ঠিকই, দিতে হবে মাশরুম। এবার একটা বড় বাটিতে ফল আর মাশরুমের মধ্যে দিন একটু কেচআপ, সামান্য দই, সামান্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো, একটা কাঁচা লঙ্কা কুচানো, কুচানো ধনে পাতা, চাটমশলা। সবসমেত একটু টস করে নিন এবার। এবার স্কিয়ার মধ্যে ফল আর মাশরুম ঢুকিয়ে গ্রিল করে নিন কয়েক মিনিট। ব্যস তৈরি হয়ে গেল ভিটামিন খনিজে পূর্ণ ফলের চাট। আম-ছোলা চাট: সুস্বাদু এই চাটের জন্য দরকার একবাটি সেদ্ধ করা ছোলা। কুচনো কাঁচা আম। ঝুরঝুরে করে কুচনো পেঁয়াজ, টম্যাটো এবং শসা। সবকটি উপাদান এবার একসঙ্গে মেশাতে হবে। দিতে পারেন সামান্য মাত্রায় চাট মশলা। তবে একটু নুন আর গোলমরিচেই আসল স্বাদ খুলবে। ব্যস! আর কী, তৈরি হয়ে গেল ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজে পূর্ণ স্বাস্থ্যকর চাট! অঙ্কুরিত ছোলা, অঙ্কুরিত মুগ আর ভুট্টার চাট: চরম স্বাস্থ্যকর অথচ মুখগহ্বরে লালা নিঃসরণ করানো এই চাট বানানো কোনও ব্যাপারই নয়। অসাধারণ এই চাট বানানোর জন্য দরকার, ভুট্টা, অঙ্কুরিত ছোলা আর মুগ। কুচানো পেঁয়াজ, টম্যাটো, আর সামান্য চাট মশলা। সারাদিনে যে কোনও সময় খিদে পেলেই বানিয়ে নিতে পারেন এই চাট। এই চাটে প্রোটিন রয়েছে ভরপুর মাত্রায়। ফলে যতই খান ফ্যাট বাড়বে না, বাড়বে পেশি! ডিম চাট: আহা! ডিম ছাড়া কি আর চাট জমে! সুতরাং ঝটপট গোটাচারেক ডিম সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হলে ছুরি বা সুতো দিয়ে কেটে ডিম করুন চারভাগ। আর তার সঙ্গে যদি মিশে যায় তেঁতুলের চাটনি, সামান্য কেচআপ, পাতিলেবুর রস, এক চিমটে সৈন্ধব লবণ-ব্রহ্মতালুতে টকাস করে শব্দ হবেই! ইচ্ছে হলে শসা আর টম্যাটোর টুকরোও যোগ করতে পারেন। একবার ডিম চাট খেলে দিনটা জমে যাবে নিশ্চিত!

কোভিড-১৯:বাংলাদেশে বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়ল আরও ১ মাস

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৬।। করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে চলমান বিধিনিষেধের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ল। ১৬ জুন মধ্যরাত থেকে ১৫ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়িয়ে বুধবার (১৬ জুন) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আগের সব বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা ১৬ জুন মধ্যরাত থেকে ১৫ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। একই সঙ্গে ছয়টি শর্ত দেয়া হয়েছে। যা আছে ৬ শর্তে, কোভিড-১৯ এর উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জেলার জেলা প্রশাসকরা (ডিসি) সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে নিজ নিজ এলাকায় সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধি মোতাবেক লকডাউনসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে খোলা থাকবে। সব পর্যটনকেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদনকেন্দ্র বন্ধ থাকবে। জনসমাবেশ হয় এ ধরনের সামাজিক (বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান/ওয়ালিমা, জন্মদিন, পিকনিক, পার্টি ইত্যাদি), রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানগুলো সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খাদ্য বিক্রয়/ সরবরাহ (টেকওয়ে/অনলাইন) করতে পারবে এবং আসন সংখ্যার অর্ধেক সেবাগ্রহীতাকে সেবা দিতে পারবে। সব ধরনের গণপরিবহন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচলের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় চলতি বছর গত ৫ এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে লকডাউন শুরু হয়। সেই শিথিল লকডাউন ছিল অনেকটাই অকার্যকর। পরে গত ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে আটদিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। পরে সাত দফায় নানান শর্ত দিয়ে চলাচলে বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়ানো হয়। সর্বশেষ গত ৬ জুন বিধিনিষেধের মেয়াদ আরও ১০ দিন বাড়িয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সেই মেয়াদ শেষ হবে বুধবার মধ্যরাতে। এবার বিধিনিষেধের মেয়াদ আরও ১ মাস বাড়ল। এর আগে বন্ধ থাকলেও সর্বশেষ গত ২৩ মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিধিনিষেধ বাড়ানোর প্রজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আন্তঃজেলা বাস, লঞ্চ এবং ট্রেনসহ সব ধরনের গণপরিবহন চলার অনুমতি দেয়া হয়। একই সঙ্গে হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো আসন সংখ্যার অর্ধেক মানুষকে সেবা দেয়ার অনুমতি পায়। জেলার মধ্যে গণপরিবহন আগে থেকেই চালু ছিল। এছাড়া লকডাউনে আগে থেকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান ও শপিংমল সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা ছিল। খোলা ছিল শিল্প-কারখানা। এছাড়া জরুরি সেবা দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলো যথারীতি সীমিত পরিসরে চলছিল। সীমিত পরিসরে হচ্ছিল ব্যাংকের লেনদেন।

প্রয়াত বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা বরপেটা জেলা সভাপতি শংকরচন্দ্র দাস

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতা, দলের বরপেটা জেলা সভাপতি শংকরচন্দ্র দাসের জীবনাবসান ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেল ৪.০০টায় গুয়াহাটির এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বরপেটা বড়নগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রাক্তন সাংবাদিক শংকরচন্দ্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী প্রণতি দাস, পুত্র ভাস্করজ্যোতি দাস সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। দলের বরিষ্ঠ নেতা দাসের প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, সরভোগের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার প্রমুখ বহুজন।

বরপেটা জেলা বিজেপি সভাপতি প্রয়াত শংকর দাস গত বিধানসভা নির্বাচনে সরভোগ আসনে দলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মনোরঞ্জন তালুকদারের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। পরে কোভিড পরীক্ষায় নেগেটিভ আসলেও তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। এক শোকবর্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, বিজেপির বরপেটা জেলা সভাপতি, প্রাক্তন সাংবাদিক শংকরচন্দ্র দাসের প্রয়াণে তিনি মর্মাহত। তাঁর মতো একজন নিষ্ঠাবান নেতার প্রয়াণে দল তথা সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে শংকর দাস আমাদের শিক্ষাজগতে প্রচুর অবদান রেখে গেছেন। এছাড়া সাংবাদিক হিসেবেও সমাজে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি প্রয়াত শংকরচন্দ্র দাসের আত্মার চিরশান্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানোর পাশাপাশি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

এছাড়া শংকর দাসের মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির একজন বরিষ্ঠ, নিষ্ঠাবন কার্যকর্তা, বরপেটা জেলা বিদেপি সভাপতি, গত বিধানসভা নির্বাচনে দলে টিকিটে সরভোগ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শংকরচন্দ্র দাসের কোভিডে আক্রান্ত পরলোকপ্রাপ্তি খবরে তাঁদের অতিশয় মর্মাহত করেছে।

রঞ্জিত দাস বলেছেন, বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধাশীল শংকরচন্দ্র দাস এভাবে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে যাবেন কস্মিনকালেই ভাবিনি। তাঁর মৃত্যু সরভোগের এক অপূরণীয় ক্ষতি। সামাজিক, শৈক্ষিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং দলের জন্য যে ত্যাগ তিনি করে গেছেন সেজন্য তাকে চিরদিন স্মরণে রাখব। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন রঞ্জিত দাস।

এছাড়া সরভোগের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার, মথনগুড়ির কার্যনির্বাহী সদস্য, এমসিএলএ গৌতম দাস, বরপেটারোড প্রেস ক্লাব সহ বহুজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন প্রয়াত শংকরচন্দ্র দাসের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

শেষ হল সারদা মামলায় অভিযুক্ত দেবযানীর জামিনের শুনানি

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.) : সারদা মামলায় অভিযুক্ত দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের জামিনের শুনানি শেষ হল বুধবার। তাঁর বিরুদ্ধে এ রাজ্যে যে মামলা হয়েছিল, সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানি শেষ হলেও রায়দান এখনও বাকি।

মঙ্গলবারও এই মামলার শুনানি হয়েছিল। সিবিআই তখন আদালতে দেবযানীর জামিনের শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেয়। সেই সঙ্গে সিবিআইয়ের আবেদন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। বুধবার ফের শুনানি শুরু হতেই আদালত জানিয়ে দেয়, এই মামলার শুনানি এখানেই শেষ করা হচ্ছে। তবে রায়দান কবে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। ২০১৩ সালে সারদা চিট ফান্ড কাণ্ডে গ্রেফতার হন ওই সংস্থার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন। একই সঙ্গে গ্রেফতার হন সারদার জুনিয়র এগ্‌জিকিউটিভ দেবযানী মুখোপাধ্যায়। তার পর থেকে দু’জনেই জেলে রয়েছেন। মঙ্গলবার আদালতে দেবযানীর আইনজীবীরা জানান, সুদীপ্ত এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত হলেও, দেবযানী এবং বর্তমানে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে ধরা হয়। কুণাল-সহ অন্য অভিযুক্তরা বর্তমানে জামিনে রয়েছেন। কিন্তু প্রধান অভিযুক্ত না হয়েও দেবযানী প্রায় সাত বছর ধরে জেল খাটছেন।

তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। তখনই সিবিআই সেই জামিনের শুনানি পিছনোর আবেদন জানায় আদালতের কাছে। কিন্তু তা খারিজ করে বুধবার শুনানির দিন ধার্য করে। সেই মামলারই শুনানি শেষ হল।হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

বিশ্বনাথের ধুবিখোলায় মর্টারের শেল উদ্ধার, নিষ্ক্রিয় করলেন সেনা বিশেষজ্ঞরা

বিশ্বনাথ (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলার ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ধুবিখোলার পাকা সেতুর পাশে গতকাল সন্ধ্যায় একটি ৮১ এমএম মর্টার শেল উদ্ধারের ঘটনায় সমগ্র অঞ্চলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ৮১ এমএম মর্টার সেলটি আজ বুধবার বিকেল প্রায় তিনটা নাগাদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফোর কোরের বিশেষজ্ঞ এক নিষ্ক্রিয়া করেছে।

জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় ধুবিখোলার বাসিন্দা জনৈক পথাচারী এই মর্টার শোলটি দেখে হল্লা শুরু করেন। তাঁর হল্লা-চেঁচামেচিতে সেখানে বহু মানুষ জমায়েত হয়ে যান। খবর দেওয়া হয় ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থনে ছুটে যায় পুলিশের এক দল। তাঁরা একে মর্টার শেল বলে শনাক্ত করে খবর দেন তেজপুরে সেনাবাহিনীকে।

সেনাবাহিনীর দল এসে মর্টার শেলটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। পরে আজ বিকেলে তেজপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফোর কোরের বিশেষজ্ঞরা সানীয় একটি মাঠে একে নিষ্ক্রিয় করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, আশির দশকে পার্শবর্তী অরুণাচল প্রদেশের সিজুসার ফায়ারিং রেঞ্জে ভারতীয় সেনার মর্টার ফায়ারিঙের অনুশীলন চলেছিল। তখন এই মর্টার শেলটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিকবর্তী বড়ডিকরাই নদীতে পড়েছিল। সে থেকে নদীর বুকে ভেসে শেলটি ধুবিখোলার বড়ডিকরাই নদীতে বালি ও পাথর খননস্থানে এসে পড়ে। বর্তমানে এখানকার ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত বড়ডিকরাই নদী থেকে দৈনিক এস্কেভেটর দিয়ে পাথর উত্তোলন করে ৩০ থেকে ৪০টি ডাম্পারের বোঝাই করে অরুণাচল প্রদেশের পাশাপাশি অসমের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হয়। ফলে এস্কেভেটর দিয়ে পাথর উত্তোলন করার সময় এই মর্টার শেলটি এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

‘আঙ্কল’ ধনকরকে মহুয়ার দিল্লি থেকে না ফেরার আর্জিতে বিতর্ক

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : দিল্লি থেকে আর ফিরবেন না, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে উদ্দেশ করে মহুয়া মৈত্রের এই আর্জিতে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

টুইটে আগাম জানিয়ে মঙ্গলবার রাতে দিল্লি গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তাঁর এই সফর যাত্রাকে কটাক্ষ করেছেন মহুয়া। রাজ্যপালকে আঙ্কেলজি বলে সম্বোধন করলেন তিনি। সঙ্গে অনুরোধ করলেন যেন আর রাজ্যে ফিরে না আসেন।

সোমবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ ৫০ জন বিধায়কের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আর তার পরের দিনই দিল্লি সফরে রাজ্যপাল। আগামী ১৮ জুন কলকাতায় ফিরবেন ধনকর। রাজ্যে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর দিল্লি সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনেকে মনে করছেন। টুইটারে মহুয়া লিখেছেন, ’’আঙ্কলজি দিল্লি যাচ্ছেন। রাজ্যপাল সাহেব দয়া করে আর ফিরবেন না।’’ এ নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তরজা। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও রাজ্যপালকে ট্যুইটারে আক্রমণ করেছেন মহুয়া।

বুধবার টুইটার-প্রতিক্রিয়ায় তমাল দাস লিখেছেন, “অনুগ্রহ করে রাজ্যপালের পদের অমর্যাদা করবেন না! কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সমীকরণকে উন্নত করতে হবে। যাতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে কেন্দ্রের সমর্থন এবং তহবিল পাওয়া যায়। বর্তমান ভারসাম্যহীনতা বন্ধ করতে দয়া করে সহিংসতা বন্ধ করুন।“

মৌলি চন্দ্র লিখেছেন, “দাস বাবু, তিনি রাজ্যপাল নন, বিজেপি রাজ্য সভাপতি হিসাবে কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গকে তহবিল দেওয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব। কেন আপনি ভিক্ষা চাইবেন? বাঙালি হয়ে নিজেকে সম্মান রক্ষা করুন।“ টুইটে বিজয় প্যাটেল মহুয়াকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, “এটি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ নয়। সেখানে ফিরে আসতে আপনার অনুমতি বা ভিসার দরকার নেই।“ বিশ্বজিৎ দাস টুইটে লিখেছেন, “আপনি যদি ন্যূনতম ইংরেজি পড়তে সক্ষম হন তবে স্পষ্টতই তিনি একটি অনুগ্রহ চাইছেন!” ঋদ্ধিজিৎ ভট্টাচার্য মহুয়াকে উদ্দেশ করে টুইটে লিখেছেন, “তাঁর টুইটটিতে মন্তব্যগুলি দেখুন। আপনি বুঝতে পারবেন যে পশ্চিমবঙ্গ কেন একটি নিরক্ষর রাষ্ট্র, প্রায় কোনও উন্নয়ন এবং চাকরির সুযোগ নেই।”

ক’’দিন আগেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া। রাজভবনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের নিয়োগ করেছেন ধনকর, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছিলেন মহুয়া মৈত্র। বুধবার সকালে ধনকর দিল্লিতে কয়লা, খনি ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর সঙ্গে দেখা করেন। হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাতিল, চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না মুকুল-জায়াকে

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) ; তোড়জোড় চলছিল জোরকদমে। কিন্তু বাদ সাধল আবহাওয়া। আপাতত চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না মুকুল রায়ের স্ত্রীকে। কলকাতার যে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেখানেই চলবে চিকিতসা।

১১ মে করোনা আক্রান্ত হয়ে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন মুকুল জায়া কৃষ্ণা রায়। শারীরিক অবস্থা এখন রীতিমতো সংকটজনক। জানা গিয়েছে, কোভিডমুক্ত হলেও তাঁর ফুসফুস বেশ ক্ষতিগ্রস্থ। ১০-১২ দিন ধরে রোগীকে একমো সাপোর্টে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। সেকারণেই কৃষ্ণা রায়কে চেন্নাই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কয়েক দিন ধরেই কৃষ্ণা রায়ের ফুসফুস প্রতিস্থাপনের কথা ভাবছিলেন চিকিৎসকেরা। রাজ্যের কোনও হাসপাতালেই ফুসফুস প্রতিস্থাপনের পরিকাঠামো না থাকায় কৃষ্ণা রায়কে চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। চেন্নাইয়ে কৃষ্ণা রায়ের ফুসফুস প্রতিস্থাপন করার কথা হচ্ছিল। সঙ্গে থাকার কথা ছিল ছেলে শুভ্রাংশুর।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে মুকুল রায়ের স্ত্রীকে। তিনি করোনা মুক্ত হলেও তাঁর ফুসফুস বেশ ক্ষতিগ্রস্ত। বিগত ১০-১২ দিন ধরে তাঁকে একমো সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। তাতেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। মাঝে চেন্নাই থেকে চিকিৎসকদের একটি দল এসে কৃষ্ণাদেবীকে দেখেও গিয়েছেন।

চিকিৎসকেরা আগে থেকেই জানাচ্ছিলেন, এক মাত্র ফুসফুস প্রতিস্থাপন করেই কৃষ্ণাদেবীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সেই চেন্নাই নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল। সেখানে তাঁর চিকিৎসা করবেন চিকিৎসক বালকৃষ্ণন।

এদিন সকালে হাসপাতালে থেকে বিমানবন্দর তৈরি করে ফেলা হয় গ্রিন করিডোর। ঠিক ছিল, কলকাতা থেকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে মুকুল রায়ের স্ত্রীকে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে পৌঁছেও গিয়েছিলেন ছেলে শুভ্রাংশু। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। কেন?

জানা গিয়েছে, মুকুল রায় ও তাঁর পুত্রবধূর উপস্থিতিতে রোগীকে যখন হাসপাতাল থেকে বের করা হচ্ছিল, তখনই খবর আসে, চেন্নাইয়ের আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। এরপরই কৃষ্ণা রায়কে আপাতত ভিন রাজ্যে না নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের লোকেরা। হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

রাজ্যপালকে ফের একহাত তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.) : দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে রাজ্যের সঙ্গে একাধিকবার সংঘাতে জড়িয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবারও ফের সংঘাতে জড়িয়েছে দু’পক্ষ। বুধবারও রাজ্যপালকে একহাত নিলেন এক বরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়ক। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাজ্যপাল।

সাংবিধানিক প্রধান কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠি প্রকাশ্যে আনলেন, পাল্টা সেকথা জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর। এই পরিস্থিতিতে এবার রাজ্যপালকে একহাত নিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তাপস রায়।রাজ্যপাল-রাজ্য সংঘাত ইস্যুতে রাজনৈতিক রং লেগেছে আগেই। চিঠি নিয়ে টানাপোড়েনের প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবারই তৃণমূলকে খোঁচা দেন। বলেন, “রাজ্যপালকে হজম করতে পারছে না, আটকাতে পারছে না তৃণমূল। যাঁদের কণ্ঠস্বর বন্ধের চেষ্টা করছেন, তাঁদের দাবি তুলে ধরছেন।” বুধবার পাল্টা জবাব দিয়েছেন তাপস রায়। তিনি বলেন, “রাজ্যপালের চেহারা ঝুঁকে রয়েছে এবং তা বিজেপির দিকে ঝোঁকা। ওঁর বুক চিতিয়ে লড়াই করার মতো শারীরিক গঠন নয়। রাজ্যপাল যেদিন থেকে বাংলায় এসেছেন, সেদিন থেকেই তিনি একটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবেই কাজ করছেন।” রাজ্যপাল যে বিজেপির হয়ে কাজ করেন, সে অভিযোগ আগেও করেছে তৃণমূল। আরও একবার সেই অভিযোগই যেন সামনে এল। হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক

দুবছর হতে না হতে বিনা কারণে বিজেপিতে চলে গেলেন : সুনীল মণ্ডলকে কটাক্ষ সৌগত রায়ের

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : সবে মাত্র কিছুদিন হল বিজেপি ত্যাগ করে ফের তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে মুকুল রায়ের। অন্যদিকে, গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো বিজেপি নেতা সুনীল মণ্ডল। যার জেরে জল্পনা উঠেছে তবে কি ফের বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে সুনীল মণ্ডল ! সেই জল্পনার মাঝেই বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ”দুবছর হতে না হতে হঠাৎ করে বিনা কারণে বিজেপিতে চলে গেলেন” সুনীল মণ্ডলকে কটাক্ষ তৃণমূল নেতা সৌগত রায়ের।

সুনীল মণ্ডলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সৌগত রায় আরও বলেন, ”সুনীল মণ্ডলের মাথার কোনও ঠিক নেই। উনি যখন তৃণমূল ছাড়লেন তখন তৃণমূল ছাড়ার কোনও বিষয় ছিল না। উনি পাঁচ বছরের জন্য তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছেন। দুবছর হতে না হতে হঠাৎ করে বিনা কারণে বিজেপিতে চলে গেলেন। আমরা ওকে বলেছিলাম। শুনতে রাজিই ছিলেন না। ওর বিরুদ্ধে আমাদের দল থেকে দলত্যাগ বিরোধী আইনে পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষের উচিত সেটা বিচার করে ওকে বার করে দেওয়া। ওঁর এখন অন্যরকম কথা বলার কোনও আইনগত মূল্য নেই। ওঁ দল ছেড়েছে এটা রেকর্ডেড। ওঁকে উত্তর দিতে হবে কেন দল ছেড়েছেন ”।

উল্লেখ্য, গতকাল বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সুনীল মণ্ডল বলেন, ” বিজেপি আসলে যারা তৃণমূল থেকে গেছে তাদের মানিয়ে নিতে পারছে না। বিজেপি মনে করছে এদের বিশ্বাস করা ঠিক হচ্ছে না। তথাগত রায় অন্যায় বলেছেন। দিলীপ ঘোষও তা বলেছেন ”। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

করোনা পরিস্থিতিতে শিল্পীদের পাশে সংস্কার ভারতী পরিবার

সিউড়ি , ১৬ জুন (হি. স.) : দুলাল দাস হরবোলা শিল্পী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার গলায় কত কিছুর আওয়াজ শুনে মুগ্ধ হতো সকলে। কিন্তু করোনা অতিমারীর কারনে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে মঞ্চে সব অনুষ্ঠান বন্ধ। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন শিল্পীরা। এই পরিস্থিতিতে এমনই শতাধিক শিল্পীদের পাশে দাঁড়ালো সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যরা। তাদের কেউ গৃহবধূ, কেউ নৃত্য, কেউ সঙ্গীত, অনেকেই ছবি আঁকা শেখেন। গান বাজনাকে ভালোবেসে তারা তৈরি করছে সাংস্কৃতিক সংস্থা।তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন শিল্পীদের বাড়ি।

গত প্রায় ১৬ মাস যাবৎ অতিমারীর কারণে মানুষ নানাভাবে বিপর্যস্ত।বিশেষত শিল্পী মানুষেরা যারা পেশাগতভাবে গানবাজনার সাথে যুক্ত ,এই মুহুর্তে তারা আর্থিকভাবে একটা সংকটময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। সিউড়ি শহরের একটি সাংস্কৃতিক দল সংস্কার ভারতী এইসব শিল্পীদের পাশে থাকার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। সিউড়ি শহরের বাসিন্দা গৃহবধূ, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা একজোট হয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার লক্ষ্য নিয়ে বছর ভর নানা অনুষ্ঠান করে থাকে।

কিন্তু করোনা অতিমারীর কারনে দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ সমস্ত অনুষ্ঠান। অনলাইনে সাংস্কৃতিক চর্চা হলেও সভা গৃহের দরজা সম্পূর্ন রূপে বন্ধ। ফলে বহু শিল্পীর রুটি রুজিতে টান পরেছে। বিশেষত যারা গান বাজনাকে অবলম্বন করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা আজ চরম সংকটে।তাই সংস্কার ভারতী সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যরা নিজেরাই অর্থ দিয়ে দৈনন্দিন জীবন ধারনের জন্য আবশ্যক সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে শিল্পীদের বাড়ির দরজায়। এই উদ্যোগে নাম দেওয়া হয়েছে - ’শিল্পীদের পাশে শিল্পীদের সাথে সংস্কারভারতী পরিবার’ এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে গত ১৩ই জুন থেকে সদস্যরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে সিউড়ি শহর , পঞ্চায়েত এবং ব্লক স্তরের শিল্পীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

সংস্থার সম্পাদিকা সঙ্ঘমিত্রা কবিরাজ জানালেন, ’এই কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা প্রায় ১০০জন আর্থিকভাবে অসহয়তার মধ্যে থাকা শিল্পীদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।’ সিউড়ি সেহাডাপাড়ার বাসিন্দা পারক্যাশান শিল্পী বিষ্ণু হাজরা জানালেন, সংস্কার ভারতীর এই উদ্যোগে আমরা উপকৃত হলাম। ’

ইতিমধ্যেই যে সকল শিল্পীদের কাছে সাহায্যের সামগ্রী পৌঁছে গেছে তারা সকলেই সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার এই আর্থিক ও মানসিকভাবে পাশে থাকার উদ্যোগে আপ্লুত।কালীপুর গ্রামের বাউল শিল্পী গোঁসাই দাস বাউল বলেন, ’ প্রত্যন্ত গ্রামে এসে সংস্কার ভারতী ছেলে মেয়েরা যে ভাবে আমাদের পাশে দাঁড়লো তাতে আমারা খুশি।’ শহরের বিশিষ্টজনেরাও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নিজের সম্পত্তির উইল করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : বিবাহবিচ্ছেদের মামলার মধ্যেই বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের সম্পত্তি উইল করলেন কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। বুধবার শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, ”বৈশাখীকে আমি স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি দান করলাম। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও বৈশাখীকে দিলাম”। শোভন বলেন, ”বেহালার যে বাড়ি,সেটা আমি বৈশাখীকে হস্তান্তর করেছি। তা ইতিমধ্যেই জানিয়েছি”। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। এই প্রেক্ষিতে বৈশাখীকে নিজের সম্পত্তি যেভাবে দিলেন শোভনবাবু, তা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। তাহলে কি শোভন-বৈশাখীর সম্পর্ক কোনও নয়া মাত্রা পাচ্ছে? অন্যদিকে, গোলপার্কে শোভনকে ফ্ল্যাট খালি করার হুঁশিয়ারি দিলেন তাঁরই শ্যালক। সাতদিনের মধ্যে ওই ফ্ল্যাট খালি করতে বলা হয়েছে। তা না হলে মামলা রুজু করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোভনের শ্যালক। শোভনকে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গোলপার্কের ওই ফ্ল্যাটে বৈশাখীর সঙ্গে থাকেন শোভন। ওই ফ্ল্যাটে বেআইনিভাবে শোভন-বৈশাখী রয়েছেন বলে আগেও সোচ্চার হয়েছিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বুধবার ভোর থেকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক প্রোফাইলে নাম বদলে লেখা হল ”বৈশাখী শোভন ব্যানার্জী”। শোভনের সঙ্গে এক ফ্রেমে ছবি আপলোড করে বৈশাখী লিখলেন, ”এবার থেকে বৈশাখীর ফেসবুক প্রোফাইলে যুক্ত করা হল শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম। শোভন-বৈশাখীকে নিয়ে বঙ্গজীবনে কৌতূহলের শেষ নেই। এমন আবহে বৈশাখীর ফেসবুক প্রোফাইলে শোভনের নাম যুক্ত করা যেভাবে হল, তাতে জনমানসে তাঁদের নিয়ে কৌতূহল আরও বাড়ল বইকী কমল না! হিন্দুস্থান সমাচার

সংক্রমণ রুখতে বাংলাদেশে ১৫ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন, ছাড় থাকছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে

ঢাকা, ১৬ জুন (হি. স.) : করোনাভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণ রুখতে দেশজুড়ে ফের এক মাসের জন্য লকডাউন জারি হল। বুধবার বিকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত দেশজুড়ে কড়া বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।' তবে এবারের লকডাউনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

নয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব সরকারি-বেসরকারি অফিস খোলা রাখা যাবে। তবে আগের মতো সব পর্যটনস্থল, রিসর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। সামাজিক (বিবাহ অনুষ্ঠান, জন্মদিন), রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁ সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ক্রেতা নিয়ে খোলা রাখা যাবে। করোনা সংক্রমণ রুখতে দেশজুড়ে চালু থাকা কড়া বিধিনিষেধ এদিন মধ্যরাতেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিধিনিষেধ বাড়ানোর পক্ষেই সুপারিশ করেছিলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সেই সুপারিশ মেনে নিয়েই এদিন বিকালে ফের এক মাসের জন্য বিধিনিষেধ বাড়ানোর পথে হেঁটেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

জন্মদিনে পুলিশি জেরার মুখে মিঠুন ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেরা মানিকতলা থানার

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : জন্মদিনে পুলিশে জেরার মুখে পড়লেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

ভোটের সময় উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে বুধবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন মানিকতলা থানার আধিকারিকরা। মামলার কাঁটা সরাতে আগেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিঠুনবাবু। উচ্চ আদালত ওই অভিনেতাকে তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেয়।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে প্রায় ৪৫ মিনিট মিঠুনবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিঠুন কবে, কী বক্তৃতা করেছেন তা জানতে চান তদন্তকারীরা। বিজেপি-র হয়ে তিনি নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন নাকি তাঁকে অর্থের বিনিময়ে আনা হয়েছিল, তা-ও জানতে চাওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

যে সংলাপগুলি মিঠুনবাবু বিজেপি-র হয়ে নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন তার পিছনে কারও নির্দেশ ছিল কি না তা-ও জানতে চান পুলিশ আধিকারিকরা। তিনি জবাবে বলেন, টাকার বিনিময়ে নয়, তিনি বিজেপি-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ওই সংলাপ মানুষের ভীষণ পছন্দের। তাই সেই সব সংলাপ তিনি নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন। এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। মানিকতলা থানা সূত্রে খবর, অভিনেতার বয়ান পুরোটাই রেকর্ড করা হয়েছে।

তাঁর বিরুদ্ধে করা ওই অভিযোগ খারিজের দাবিতে গত ১১ জুন মিঠুনবাবু কলকাতা হাইকোর্টের আবেদন করেছিলেন। হাই কোর্ট জানিয়েছিল, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে মিঠুনকে। তবে জিজ্ঞাসাবাদে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার বদলে তিনি ভার্চুয়ালি অংশ নিতে পারবেন বলেও জানিয়ে দেয় উচ্চ আদালত। সেই মতো বুধবার মিঠুনকে ভার্চুয়ালি জিজ্ঞাসাবাদ করেন মানিকতলা থানার আধিকারিকরা। হাইকোর্টে ওই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ জুন। প্রসঙ্গত, যে দিন সকালে মিঠুনবাবু পুলিশি জেরার মুখে, ঘটনাচক্রে সেই ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুদিনের সফরে আজ অসমে আসছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : দুদিনের সফরসূচি নিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার অসমে আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিন দিল্লি থেকে বিশেষ উড়ানে এসে গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরন করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

গুয়াহাটি থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে রাজনাথ সিং চলে যাবেন উজান অসমের লখিমপুরে। সেখানে সীমান্ত-ঘেঁষা কিমিন-পটিন হাউওয়েকে জাতির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে উদ্বোধন করবেন তিনি। লখিমপুরে জাতীয় সড়ক উদ্বোধন করে ফের চলে আসবেন গুয়াহাটি। গুয়াহাটিতে রাজভবনে রাত কাটিয়ে পরের দিন দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। গুয়াহাটিতে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ রাজ্যের কয়েকজন বিজেপি নেতা এবং সরকারি শীর্ষ আধিকারিক দেখা করতে পারেন বলে জানা গেছে।

জামাইষষ্ঠীতে আক্ষেপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : কালীদাসের মেঘদূত আর জামাইষষ্ঠীকে স্মরণ করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "আজ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস', আষাঢ় মাসের প্রথম দিন, যখন কবি কালিদাসের মতে, অবশ্যই বৃষ্টি হবে। এবং বৃষ্টি হচ্ছে।"

অপর একটি টুইটে লিখেছেন, "আজ জামাই-ষষ্ঠীও, যখন বাঙালি হিন্দুরা তাদের জামাইদের ভালমন্দ খাইয়ে আনন্দ করে। হায়রে আমার শ্বাশুড়ি আর নেই। এবং আমার জামাইরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দীর্ঘশ্বাস .....।

সাংবাদিক নিগ্রহ ঃ দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য এসডিপিও'র সাথে সাক্ষাৎ প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। কমলপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবজিৎ গুহরায়ের উপর গত ৩১ মে একটি রাজনৈতিক দলের উশৃংখল কর্মীদের হাতে আক্রমণে ঘটনায় ১৫ দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত আসামি গ্রেপ্তার করেনি কমলপুর থানার পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার অপরাধীদের অতিসত্বর গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ, ওসি সঞ্জীব দেববর্মার সঙ্গে কথা বলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দল। অতিসত্বর আসামি গ্রেফতারের দাবি জানান আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার ও নিউজ ভ্যানগার্ড এর এডিটর তথা সাংবাদিক সেবক ভট্টাচার্য। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন কমলপুর প্রেসক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত সহ প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।

তৃণমূলের পর এবার সিপিএম, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে চলেছে বামেরা

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.) : প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিরুদ্ধে নেওয়া এহেন পদক্ষেপ, সাংবিধানিক প্রধানকে মানায় না। ঠিক এমনভাবেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে আক্রমণ করলেন বামেরা।

তাঁদের অভিযোগ, সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন রাজ্যপাল। আর এই আচরণের প্রতিবাদে সরব থাকবে বামেরা।ভোট পরবর্তীতে বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যেকার তিক্ততার সম্পর্ক বড় আকার ধারণ করে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে বামফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ারও দাবি ওঠে দুইপক্ষের মধ্যে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে, চিঠি পাঠিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের রাগে জল ঢালেন চেয়ারম্যান বিমান বসু। তখনই তাঁরা জানিয়েছেন, বামফ্রন্টে থাকলেও, মোর্চায় নেই ফরওয়ার্ড ব্লক।বুধবার বৈঠকে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুর চড়ায় বামেরা। ভোট পূর্বে যে কোন ইস্যুতে আগে যে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হচ্ছিলেন, এখন সেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে সরব হল বাম দলগুলো। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের নেওয়া পদক্ষেপ সংবিধান বিরোধী। অর্থাৎ একজন সাংবিধানিক প্রধান হয়ে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এভাবে কথা বলা, পদক্ষেপ নেওয়া সংবিধান বিরুদ্ধ।

শোভনের বিপদে আর কোনও দিন যাব না, প্রতিক্রিয়ায় রত্না চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.) : শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কোনও বিপদে তিনি আর যাবেন না বলে জানিয়ে দিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। বুধবার বৈশাখী নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নাম বদল করে লেখেন বৈশাখী শোভন ব্যানার্জি। সঙ্গে লেখেন, "দা জার্নি ফ্রম মি টু উই বিগিন"। একথা সকালেই অনুগামীদের থেকে জানতে পারেন রত্না। পরে নিজের প্রতিক্রিয়ায় রত্না বলেন, "শোভনের বিপদে আর কোনও দিন যাব না।" শোভন-বৈশাখী প্রসঙ্গে উষ্মা প্রকাশ করে রত্না বলেন, """আমি আর ওদের নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। এদিকে নজর দিতে গিয়ে আমার সব কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু আমি রত্না চট্টোপাধ্যায় নই। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী একটি বিধানসভার দায়িত্বও দিয়েছেন। ওরা ওদের কাজ করুক। আমি যে দায়িত্ব পেয়েছি, সেই দায়িত্ব পালন করতে চাই।" তাঁর আরও সংযোজন, "শোভন কোনও বিপদে পড়লে আমি আর যাব না।" নিজের এমন অবস্থান প্রসঙ্গে বেহালা পূর্বের বিধায়কের ব্যাখ্যা, "আর যাব না, তার কারণ অপমানিত হওয়ার একটা সীমা আছে। মান অপমান বোধ নিয়েই তো মানুষ। সিবিআইয়ের দফতরে যাওয়া থেকে হাসপাতালে যা যা হয়েছে, সবাই দেখেছে। তাই আর কখনও এমন পরিস্থিতি এলে, আমি যাব না।" প্রসঙ্গত, গত ১৭ মে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্রর সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে সিবিআই গ্রেফতার করার পর বেহালা বাড়ি থেকে নিজাম প্যালেসে হাজির হন রত্না।

সম্মিলিত সহযোগিতায় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হতে পারে : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমেই সন্ত্রাসী সংগঠন ও জঙ্গি নেটওয়ার্ককে বিঘ্নিত করা যেতে পারে। এমনই অভিমত পোষণ করলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার সকালে আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মিটিং প্লাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থাবাদ বিশ্বে শান্তি ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ঝুঁকি, ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) সদস্য হিসেবে ভারত সন্ত্রাসবাদ ফান্ডিং মোকাবিলায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'শুধুমাত্র সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমেই সন্ত্রাসী সংগঠন ও জঙ্গি নেটওয়ার্ককে বিঘ্নিত করা যেতে পারে।'

আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মিটিং প্লাসে সাইবার হামলা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজনাথ সিং। তাঁর কথায়, 'সাইবার ঝুঁকি বৃহৎ পরিমানে বেড়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিন বলেছেন, '২০১৪ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা ঘোষিত "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি"-এর ভিত্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ।'

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী মাত্র ২,৭৪৯

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): কোভিডের প্রকোপ কাটিয়ে করোনা-মুক্ত হওয়ার পথে রাজধানী দিল্লি। দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০-এর নীচে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২১২ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭১০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ৮৭৬ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ০৪ হাজার ০৮৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫১৬ জন। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৭৪৯ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.২৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ জুন।। পরিস্কার পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে বুধবার জল সম্পদ বিকাশ দপ্তর অফিসে এসডিও প্রনব কুমার রায়ের নিকট বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশন দেওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হবে ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বরা বলেন বিলোনিয়া শহরের জনসংখ্যা অনুযায়ী যেসময়ে জলের পাইপলাইন বসানোহয়েছিল বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শহর বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু পাইপ লাইনের কোন পরিবর্তন নেই,পাইপলাইনের মধ্যে আয়রনজমার কারনে পৌরবাসীরা ঠিকমত জলপাচ্ছেনা,যেখানে দুবেলা জল দেবার জায়গায় একবেলা সঠিক ভাবেজলপাচ্ছেনা,বিলোনিয়া বাসী ওয়াটা সাপ্লাইয়ের জলের উপর নির্ভরশীল, জনগনকে যাতে সঠিকভাবে জলের পরিষেবা দেওয়ার দাবি নিয়ে ব্লক কংগ্রেসের জলদপ্তরের নিকট ডেপুটেশন, পাশাপাশি নেতৃত্বরা বলেন আগামী পনের দিনের মধ্যে জনগণকে সঠিক পরিষেবা না দেয় বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে জানান। ব্লক কংগ্রেসের প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন ছিলেন বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুপ দেব, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী, প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃত্ব ভবতোষ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

সুরক্ষার নামও সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুন।। শুধু বন্ধুর নাম সুদীপ নয়। সুরক্ষার নামও সুদীপ।তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করে দিলেন সুদীপ অনুগামীরা। করোণা কালে গরীব ও দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়ে সত্যি কারের বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে বন্ধুর নাম সুদীপ সংগঠন। এবার পাশে দাঁড়াল মানুষের জীবন রক্ষায়ও। মঙ্গলবার রাত তখন একটা দেড়টা। প্রান্তোষ দাস নামে এক টিএস আর জোওয়ান পরিবার পরিজনদের নিয়ে উদয়পুর থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রাজধানীর সিদ্ধি আশ্রম রওনা দিয়েছিলেন। চড়িলাম পরিমল চৌমুহনীস্থিত ব্রিজের কাছে এসে আচমকা তার গাড়িটি বিকল হয়ে পরে। চারদিকে সাহায্যের আর্জি জানিয়ে যখন তিনি হতাশ, তখনই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বন্ধুর নাম সুদীপ সংগঠনের অন্যতম সদস্য গোপীনাথ সাহা সহ কয়েকজন।তারা তাদের কষ্টের কথা শুনে গোপীনাথ সাহা নিজ গাড়ি করে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। বাড়ি পৌঁছে গিয়ে বন্ধুর নাম সুদীপ সংগঠনের সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জানায় প্রান্তোষ দাসের পরিবার।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

নিয়েও দলীয় অভ্যন্তরে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের কাম চালাও সভাপতি নিজেই যে দলীয় কোন্দলকে আরো চাঙ্গা করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এ ধরনের কার্যকলাপ এর মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের কাম চালাও সভাপতির কাজকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে দলীয় নেতারা একের পর এক পদত্যাগ করতে শুরু করেছেন। অল ইন্ডিয়া আন অর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শান্তনু পাল ইতিমধ্যেই তার পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। জানা গেছে তাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের কামন চালাও সভাপতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সদস্যদের

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করেছিল। কিন্তু কেউই সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত নেতা-নেত্রীরা এসেই প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। জানা গেছে বুধবার বক্সনগর বিডিওর কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে।নয় জনপ্রতিনিধির মধ্যে ছয় জন প্রতিনিধি অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। এই ছয় জন প্রতিনিধির মধ্যে রয়েছেন উপপ্রধানও।

অনাস্থা প্রস্তাবে যারা স্বাক্ষর করেছেন তারা হলেন - উপপ্রধান সুভাষ দেব, আব্দুর রশিদ, অপর্ণা দেবনাথ, কুলু রানী দাস বর্মন, স্বপ্না বর্মন,সুদন চন্দ্র দাস। শাসক দলের প্রধান যদি এই ধরনের কাজ করেন তাহলে বিরোধী দলের অসন্তোষ বাড়াটাই স্বাভাবিক। গত কিছুদিন পূর্বে রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধেও অনাস্থা এনেছিলেন অন্যান্য সদস্যরা।

সাংগঠনিক

● প্রথম পাতার পর

বৈঠক করবেন। তারপর অন্যান্য বিধায়কদের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বৈঠক করবেন। দিল্লির নির্দেশে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদেরকেও যথারীতি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।কোন বিধায়ককে কোন সময় মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।বিধায়কদের সঙ্গে গ্রুপ মিটিং শেষে সমস্ত বিধায়কদের একসঙ্গে করে পুনরায় বৈঠক হয় বলে জানা গেছে। বিজেপির জোট সঙ্গী আইপিএফটির দুই মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এবং মেবার কুমার জমাতিয়া সহ তাদের অন্যান্য নেতৃত্বদের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বৈঠক করেছেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। রাজ্য অতিথিশালায় সর্বশেষ বৈঠক হবে।বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বৃহস্পতিবার বিকেলেই তারা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। দিল্লি ফিরে গিয়ে তারা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করবেন।

আগাম ব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

নেওয়া হয়। বন্যা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সমস্ত মুখ্য নদীগুলিতে পূর্ত দফতর (জল সম্পদ) এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের গেজ স্টেশনে রয়েছে হাওড়া, কাটাখাল, গোমতি, খোয়াই, মনু, ধলাই, মুহুরি, জুরি, কাকরি এবং দেও নদীতে। বর্ষার সময় আগাম সতকর্তা জারি করার জন্য নর্থইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশনে সেন্টার ও ধলাই, গোমতি, মনু, হাওড়া এবং খোয়াই নদীর জন্য ফ্লাড আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেম তৈরি করেছে।

এই অবস্থায় আইএমডি আগরতলা স্টেশন নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বর্তমান বৃষ্টিপাত সম্পর্কে তথ্য দিয়ে থাকে। রাজ্য এবং জেলাস্তরীয় ইমারজেন্সি আপারেশন সেন্টারগুলির দিনরাত সক্রিয় রয়েছে। তাছাড়া যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা ও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য ইআরএসএস কন্টোল রুম (১১২) সক্রিয় রয়েছে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এখন কতটুকু জল উঠল এবং কতটুকু জল নিষ্কাষিত হল সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রকৃত তথ্য দেওয়ার জন্য আইটি ভবনে ইনসিডেন্ট কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার (জ্জঙ্খঙ্খ) কাজ করছে। জেলাস্তরে বন্যা প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করতে সমস্ত জেলাকে একটি মানদণ্ড স্বরূপ চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন রাজ্য, জেলা এবং মহকুমাস্তরে অনলাইন পরিস্থিতি রিপোর্টিং জারি রয়েছে।

তাছাড়া বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১২০টি মোটর বোট সহ রাজ্যে মোট ১৭৫টি নৌকা রয়েছে। এগুলি জেলা, মহকুমা প্রশাসন, টিএসআর, ফায়ার সার্ভিস, ট্রেনিং সেন্টার ও বিভিন্ন মুখ্য এজেন্সির কাছে রয়েছে। তাছাড়া এনডিআরএফ টিমগুলির কাছেও নৌকা রয়েছে।

বিভিন্ন বন্যাপ্রবণ এলাকায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাঠের নৌকা তৈরি রাখার জন্যও জেলাশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। নৌকা ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ৪০ রকমের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখা হয়েছে। এ সব সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার ও আধিকারিক চিহ্নিত করা হয়েছে। যে কোনও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগরতলা এবং কুমারঘাটে দু'টি এনডিআরএফ টিম রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় এসডিআরএফ ফান্ড দেওয়া রয়েছে।

প্রতিটি জেলার নিজস্ব বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, সম্পদ, কর্মী, বিভিন্ন এজেন্সির ভূমিকা ও দায়িত্ব, বন্যার সময় ব্যবহৃত আশ্রয়স্থল, বিপর্যয় মোকাবিলার নির্দেশিকা ও করণীয় সম্পর্কে সবকিছু চিহ্নিত করা আছে। কোভিড পরিস্থিতির নিরিখে জেলা প্রশাসনকে আরও বেশি বন্যার আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করার জন্য এবং বন্যা পরিস্থিতিতে কোভিড নিয়ম মেনে চলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনের সময় সরঞ্জাম ও কর্মী ব্যবহারের জন্য জেলাস্তরে ইন্ডিয়া ডিজাস্টার রিসোর্স নেটওয়ার্ক (জ্জঙ্গট্টঞ্জ) প্রতি মাসে আপডেট করা হচ্ছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন নদীর পার ইত্যাদি চিহ্নিত করে শীঘ্রই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে পূর্ত দফতর (জল সম্পদ)-কে বলা হয়েছে। তাৎক্ষণিক মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে বালির বস্তা, সিমেন্টের বোল্ডার, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থাও রাখতে বলা হয়েছে পূর্ত দফতরকে। স্বাস্থ্য, পূর্ত (রোড অ্যান্ড বিল্ডিং), বিদ্যুৎ, পানীয়জল, নগরোন্নয়ন, খাদ্য ও জনসংভরণ, ফায়ার সার্ভিস, টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি দফতরকে নিজেদের পক্ষ থেকে বন্যা প্রস্তুতি নিতে বলে হয়েছে। প্রিন্ট, সোশ্যাল ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বন্যা, সাইক্লোন, বজ্রপাত, ল্যান্ডস্লাইড ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে নিরাপত্তামূলক সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পাহাড়

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করলে প্রতিবাদী গ্রাহকদের চুপিসারে বকেয়া সামগ্রী দিয়ে ধামাচাপা দেন কর্মচারী গৌরাঙ্গ।আর যারা রেশন সামগ্রী মেপে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম টের পান না অথবা অভিযোগ করেন না,সেই সকল গ্রাহকরা ন্যায্য রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বুধবার ন্যায্যমূল্যের দোকানের গ্রাহকদের চোখে অনিয়ম ধরা পড়লে গ্রাহকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।একগুচ্ছ অভিযোগের পাহাড় ছুঁড়ে দেন সরসপুর ন্যায্যমূল্যের দোকান মালিক ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে। উত্তেজিত গ্রাহকরা দাবি তুলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর সরসপুর ন্যায্যমূল্যের দোকানের অনিয়মের দিকে নজর দিক এবং আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর সরসপুর ন্যায্য মূল্যের দোকানের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

রাজ্যে নারী

● প্রথম পাতার পর

কান্ডের ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করছে না। ফলে অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদেয় স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১২জুন আগরতলা শহরের অনতি দূরে শ্রীনগর থানা এলাকায় নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করেছে।

গত বার মে বিলোনিয়ার পুরাতন রাজবাড়ী থানা এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়েছে। বাধা দেওয়ায় তার ছোট ভাইকে হত্যা করেছে। ২৮ শে মে পানিসাগর থানাধীন চাঁদপুর এলাকায় এক নাবালিকাকে চারজন মিলে গণধর্ষণ করেছে। এধরনের পাশবিক ঘটনা বন্ধ করার জন্য বাঙালি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

অবিলম্বে রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নেশা সামগ্রির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য বাঙালি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। সর্বোপেরি, পণ প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রচলিত আইনের সংশোধন করার দাবি জানানো হয়।

এদিকে, সম্প্রতি রাজধানী লাগুয়া শ্রীনগর চারজন নাবালিকা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করা হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচির পর রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের উদ্দেশ্য ডেপুটেশন প্রদান করেন প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন, মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ। তিনি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নারী ধর্ষণ খুনের মতো ঘটনা বেড়েই চলেছে। করোনা কারফিউ মধ্যেও এ ধরনের ঘটনা রাজ্যে অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে চারজন নাবালিকাকে মেয়েকে ধর্ষনের জন্য নিয়ে যায় সেসব দুস্কৃতিকারীরা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তিনি বলেন এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নয়তো এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মহিলারা সম্পূর্ণভাবে নিরাপদহীন। নয়তো আগামী দিনে মহিলা কংগ্রেস রাজ্যের তীব্র আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহিলা কংগ্রেসের পূর্ব লোকসভা আসনের সহ-সভানেত্রী পূর্ণিতা চাকমা, পান্না দে সহ অন্যান্যরা।

২৪ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৩২-তে (২.৯২ শতাংশ) পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৭,৬২৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৭৯,৫৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২,৫৪২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৮৩,৮৮,১০০ জন (৯৫.৮০ শতাংশ)।

খেলাধুলা

রোনাল্ডোর ফিটনেস কিকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়ল ঠান্ডা পানীয় সংস্থা

লিসবন, ১৬ জুন (হি.স.) : মাত্র কয়েক সেকেন্ডের কথায় শেয়ার বাজার সুইং করল। রোনাল্ডোর ফিটনেস কিকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির মুখে এক সফট ড্রিঙ্কস প্রস্তুত কারক সংস্থা। হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ইউরো অভিযান শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে, তাঁর সামনে দুটি সফট ড্রিঙ্কসের বোতল রাখা ছিল। তা দেখা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বোতল দুটি সরিয়ে দেন সিআর সেভেন। পাশেই ছিল একটি জলের বোতল। সেটা তুলে দেখান, সফট ড্রিঙ্কস নয়, জল খান। আর এই ছোট্ট ঘটনায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়ল ঠান্ডা পানীয় সংস্থা।

শেয়ার বাজারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রোনাল্ডোর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার আগে ওই সফট ড্রিঙ্কসের শেয়ার বাজার দর ছিল ২৪২ বিলিয়ান মার্কিন ডলার। যা এখন নেমে এসেছে ২৩৮ বিলিয়ান মার্কিন ডলারে। শেয়ার বাজারে দর ধসেছে ১.৬। তবে, এই ঘটনার পর ওই সফট ড্রিঙ্কসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যাক্তির নিজের পছন্দ মতো পানীয় বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। সকল ব্যাক্তির পছন্দ ও চাহিদা এক রকম হবে, তার কোনও মানে নেই।"

ইউরোর স্পনসর সংস্থার বাজার দরে কতটা হের ফের হল, সিআর সেভেন তাতে মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি মজে দলের হয়ে গোলের খোঁজে। আর তাই হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ইউরো অভিযান শুরুর ম্যাচেই জোড়া গোল করেছেন রোনাল্ডো। তাঁর দল জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে।

ইউরোর প্রথম হেভিওয়েট লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল ফ্রান্স

মিউনিখ, ১৬ জুন (হি.স.) : ইউরোর ফ্রান্স বনাম জার্মানির প্রথম হেভিওয়েট লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল ফ্রান্স। সৌজন্যে হুমেলসের বিশ্রী আত্মঘাতী গোল।

দুটি দল শেষ দুবারের বিশ্বকাপজয়ী। একদল জিতছে বছর সাতেক আগে। আর আরেক দলের বিশ্বজয় করা মেরেকেটে বছর দুই হল। স্বাভাবিকভাবেই জার্মানি বনাম ফ্রান্সের লড়াই যে টানটান হবে, সমানে সমানে হবে, সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। হলও তাই। ফুটবলপ্রেমীদের হতাশ না করে দুটি দলই গতিশীল চোখধাঁধানো ফুটবল উপহার দিল। মিউনিখে এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলে রেখে আক্রমণ তৈরির পথে হেঁটেছিল জার্মানরা। অন্যদিক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছিল কাউন্টার অ্যাটাকে। গ্রিজম্যান, এমবাপে এবং বেঞ্জেমার গতির সঙ্গে কন্তের শিল্ডিং এবং পোগবার অনবদ্য পাসিংয়ের সুবাদে শুরু থেকে ফ্রান্সকেই বেশি বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। এমবাপে, পোগবাদের গতি সামলাতে শুরুর দিকে বেশ চাপেই পড়তে হচ্ছিল জার্মানদের। ম্যাচের বয়স তখন মিনিট ২০। এমনই এক কাউন্টার অ্যাটাক থেকে কাঙ্ক্ষিত গোলটি পেয়ে যায় ফ্রান্স। ডান প্রান্ত থেকে আসা অনবদ্য ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের নেটেই বল জড়িয়ে দেন জার্মানির অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার হুমেলস। প্রথমার্ধে এমবাপের গতি সামাল দিতে বিপদে পড়তে হয়েছে জার্মানির রক্ষণকে। তবে, বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে পারেননি এমবাপে, বেঞ্জেমারা। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি পুরোপুরি বদলে যায়। এবারে আগের থেকে অনেক সুগঠিত মনে হচ্ছিল জোয়াকিম লো'র ছেলেদের। অনেক সংগঠিতভাবে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন জার্মানরা। ৮৫ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে আরও একবার জার্মানির নেটে বল জড়িয়ে দেন বেঞ্জেমা। কিন্তু পরে ফ্রান্সের সেই গোল বাতিল করে এমবাপেকে অফসাইড ঘোষণা করেন। যার ফলে ম্যাচ শেষ হয় ১-০ গোলেই। আর লড়াইয়ে অল্পের জন্য শেষ হাসি হাসল ফ্রান্স।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলে নেই স্মিথ, ওয়ার্নার

সিডনি, ১৬ জুন (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলে নেই স্টিভ স্মিথ। নাম সরিয়ে নিলেন ডেভিড ওয়ার্নার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা। সেই সফরের জন্য ১৮ জনের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া।

কনুইয়ে চোট রয়েছে স্টিভ স্মিথের। সেই কারণে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে এই ২ সফর থেকে আগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল, ওয়ার্নার, কেন রিচার্ডসন, ড্যানিয়েল স্যামস, মার্কাস স্টোইনিস এবং প্যাট কামিন্স। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে একাধিক ক্রিকেটারকে দেখে নেওয়ার সুযোগ অস্ট্রেলিয়ার সামনে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক ট্রেভর হন্স বলেন, "সবাইকে দলে না পাওয়ায় খারাপ লাগছে। তবে ক্রিকেটারদের নেওয়া সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই আমরা। বিশ্বকাপ এবং অ্যাশেজের আগে স্মিথকে সুস্থ অবস্থায় পেতে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ওকে।" সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অ্যালেক্স ক্যারে, জস হ্যাজেলউড, মজেস এনরিখে, মিচেল স্টার্ক এবং মিচেল সোয়েপসনকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫টি টি-২০ এবং ৩টি একদিনের ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ২৮ জুন থেকে শুরু সেই সফর। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৫টি টি-২০ ম্যাচ খেলবে তারা।

অস্ট্রেলিয়ার ১৮ জনের দল: অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), অ্যাশটন আগর, ওয়েস আগর, জেসন বেহরেনডর্ফ, অ্যালেক্স ক্যারে, ড্যান ক্রিশ্চিয়ান, জস হ্যাজেলউড, মজেস এনরিকে, মিচেল মার্শ, বেন ম্যাকডারমট, রিলে মেরেডিথ, জস ফিলিপ, মিচেল স্টার্ক, মিচেল সোয়েপসন, অ্যাশটন টার্নার, অ্যান্ড্রু টাই, ম্যাথু ওয়েড এবং অ্যাডাম জাম্পা।

বিসিসিআইয়ের স্বস্তি, ডেকান চার্জার্সকে ৪৮০০ কোটি টাকা দিতে হবে না বোর্ডকে

মুম্বই, ১৬ জুন (হি.স.) : বোম্বে হাইকোর্টে বিসিসিআই বড় স্বস্তি পেল। বোর্ডকে আর ডেকান চার্জার্সকে ৪৮০০ কোটি টাকা দিতে হবে না। বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি জিএস প্যাটেলের বেঞ্চ গত বছরের আরবিট্রেটরদের আদেশ বাতিল করায় বিসিসিআইকে জরিমানা হিসেবে ডেকান চার্জার্সকে আর ৪৮০০ টাকার জরিমানা দিতে হবে না। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জয়ী ফ্রাঞ্চাইজি ডেকান চার্জার্স বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে আইপিএল থেকে তাদের অনৈতিকভাবে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা করেছিল।

এই মামলা দায়ের হয় ২০১২ সালে। সেই সময় বিসিসিআই ডেকান চার্জার্সের চুক্তি শেষ করে দিয়েছিল। হায়দরাবাদের এই ফ্রাঞ্চাইজি বোর্ডের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সি কে ঠক্করকে আরবিট্রেটর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি এই মামলার রায় ডেকান চার্জার্সের পক্ষে দিয়েছিলেন। শুনানির সময় ডেকান চার্জার্স সুদ সমেত ৬০৬৪ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। বিসিসিআই এই চুক্তি বাতিল করার পিছনের পুরো যুক্তি দিয়েছিল। শেষে বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত যায়।

প্রসঙ্গত, বিসিসিআই তাদের সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি করেছিল। ২০১২ সালে বিসিসিআই ডেকানের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করে তাকে বরখাস্ত করে। এরপর ডেকান বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। আইপিএলের প্রথম পর্বে ডেকান অষ্টম দল হয়েছিল কিন্তু এরপরের মরশুমে তারা অ্যাডাম গিলক্রিস্টের অধিনায়কত্বে খেতাব জয় করে। ২০১০ সালে তারা দ্বিতীয় দল হয়েছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে তারা চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হারে। তৃতীয় স্থানের লড়াইতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের কাছেও তারা হারে। ২০১১ সালে তারা সপ্তম স্থানে ছিল।

ইউরো ২০২০ আপডেট: জয়ের মুখ দেখল ওয়েলস, তুরস্ককে হারাল ২-০ গোলে

ইউরো ২০২০-এর প্রত্যেকটি ম্যাচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন এই অংশে। ম্যাচের ফলাফলের জন্য দেখতে থাকুন খবর অনলাইন।

১৪শ ম্যাচ: ওয়েলস (২) তুরস্ক ()

প্রথম খেলায় সুইতজারল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ ড্র করার পর গ্রুপ এ-তে ওয়েলস তাদের দ্বিতীয় ম্যাচে তুরস্ককে ২-০ গোলে পরাজিত করল।বুধবার আজারবাইজানের বাকুতে আয়োজিত ইউরো কাপের এই ম্যাচটি ছিল তুরস্করও দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে তারা ইতালির কাছে ০-৩ গোলে পরাজিত হয়েছিল।

প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে ওয়েলসের প্রথম গোলটি আসে। গ্যারেথ বেল একেবারে নিখুঁত লবে বল পাঠান অ্যারন র‍্যামসের কাছে। র‍্যামসে সেই বল বুক দিয়ে নামিয়ে ঘুরে গিয়ে প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য

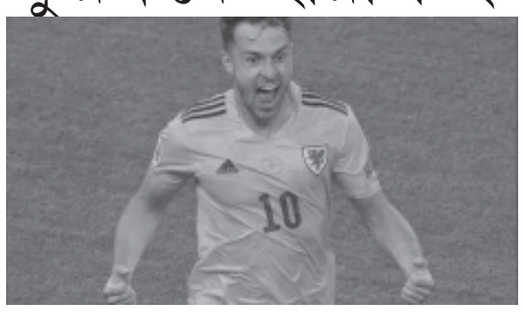

করে শট নেন। সেই শট ঢুকে যায় তুরস্কের জালে।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে ওয়েলসের দ্বিতীয় গোলটি আসত যদি না গ্যারেথ বেল পেনাল্টি মিস করতেন। তবে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের একেবারে শেষ লগ্নে গোল করে কোনোর রবার্টস ওয়েলসের জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেন।

১৩শ ম্যাচ: রাশিয়া (১) ফিনল্যান্ড (০)

জয়ের রাস্তায় ফিরল রাশিয়া। এ বারের ইউরো কাপে রাশিয়া তাদের প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে ০-৩ গোলে হেরে যায়। বুধবার রাশিয়া তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলল ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্রেস্তোভস্কি স্টেডিয়ামে আয়োজিত গ্রুপ বি-র ওই ম্যাচে রাশিয়া ১-০ গোলে ফিনল্যান্ডকে পরাজিত করে।

এ দিন এই ম্যাচ ফিনল্যান্ডেরও দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল। প্রথম ম্যাচে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছিল ডেনমার্ককে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে বাঁ পায়ের দুর্দান্ত শটে ফিনল্যান্ডের জালে বল জড়িয়ে দেন রাশিয়ার আলেক্সেই মিরানচুক। সেই গোলের আগে ও পরে দু" পক্ষই গোল করার বেশ কিছু সুযোগ পায়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাশিয়া যেমন তাদের জয়ের মার্জিন বাড়াতে পারেনি, তেমনই ফিনল্যান্ডও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের পরে ৮ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলা চলে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে এটাও বোধহয় একটা রেকর্ড বিশেষ।

১২শ ম্যাচ ফ্রান্স (১) জার্মানি (০)

২০১৮-এর বিশ্বকাপ থেকেই বিশ্বমঞ্চে দুর্দশা শুরু হয়েছে জার্মানির। সেটা যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। মঙ্গলবার রাতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হেরে গেল জার্মান যোদ্ধারা। ২০১৬-এর ইউরোর পর ফের একবার তাদের হার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে পঞ্চম মিনিটে, তাও জার্মানির তরফেই। পল পোগবা বাঁ-প্রান্তে বল বাড়িয়েছিল লুকাস হার্নান্দেসকে। বায়ার্ন মিউনিখের এই ডিফেন্ডার জার্মানির পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সেন্টার করে এমবাপের উদ্দেশে। বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের গোলেই ঢুকিয়ে দেয় আড়াই বছর পরে জার্মানির জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটানো ম্যাট হুমেলস। এর পর আরও কোনো দল গোলের কোনো সুযোগ পায়নি।

১১শ ম্যাচ: পর্তুগাল (৩) হাঙ্গেরি (০)

শ্রীসন্থের পর আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ডে নির্বাসন উঠল অঙ্কিত চহ্বণ-র

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.) : শ্রীসন্থের পর এবার শাস্তিমুক্ত হলেন আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ডে নাম জড়ানো আরেক ক্রিকেটার অঙ্কিত চহ্বণ। ফের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবেন অঙ্কিত বলে জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০১৩ সালে আইপিএল চলার সময় স্পট ফিক্সিং কাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের এই বাঁহাতি স্পিনারকে আজীবন নির্বাসিত করেছিল বিসিসিআই। তবে সেই নির্বাসন পুর্নবিবেচনা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই শাস্তি কমিয়ে সাত বছরে নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে সেই অনুসারে অঙ্কিতের নির্বাসন ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই ৩৫ বছরের অঙ্কিতের মাঠে নামতে আর কোনও বাধা রইল না। ক্লাব ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে চিঠি লিখেছেন অঙ্কিত।

২০১৩ সালে শান্তাকুমারণ শ্রীসন্থ, অজিত চান্ডিলার সঙ্গে স্পট ফিক্সিং-এর দায়ে অভিযুক্ত হন অঙ্কিত। কিন্তু নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের অভাবে ২০১৫ সালে দিল্লির বিশেষ আদালত এই তিনজনকে মুক্ত করে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে এই তিনজনকে আজীবন নির্বাসিত করেছিল। শ্রীসন্থের শাস্তি আগেই কমানো হয়েছিল। এ বার অঙ্কিতের শাস্তিও কমিয়ে দিল বিসিসিআই। বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হেমঙ্গ আমিন ইতিমধ্যেই সেই চিঠি মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এই তিন অভিযুক্তের মধ্যে একমাত্র শ্রীসন্থ বোর্ডের সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যাপেক্স কোর্টে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে কেরলের এই জোরে বোলারের উপর নির্বাসন তুলে নিতে বাধ্য হয় বোর্ড। তারপর ২০২০ সাল থেকে কেরলের হয়ে ফের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই শ্রীসন্থ। অঙ্কিতও তাই এখন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থের মতো মাঠে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ইউরো কাপে ফিনল্যান্ডকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাশিয়া

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১৬ জুন (হি.স.) : প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে হেরে গেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাশিয়া। ফলে চলতি ইউরো কাপে গ্রুপ বি-র লড়াই জমে গেল। এখন বেলজিয়াম, রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড, তিনটি দলেরই পয়েন্ট ৩। বেলজিয়াম অবশ্য একটি ম্যাচ খেলেছে। ডেনমার্ক এখনও পয়েন্ট পায়নি। বুধবার ম্যাচে রাশিয়ার হয়ে একমাত্র গোল করেন অ্যালেকসেই মিরাচুক। প্রথমার্ধের শেষদিকে করা তাঁর বাঁ পায়ের শটে অসাধারণ গোলটাই ম্যাচের ফল গড়ে দিল। খেলার ৫ মিনিটের মাথায় ফিনল্যান্ডের হয়ে দুরন্ত হেডে গোল করে ফেলেছিলেন জোয়েল পোহানপালো। কিন্তু ভিডিও দেখে অফসাইডের জন্য গোলটি বাতিল করে দেন রেফারি। সেই সময় গোল বাতিল না হলে হয়তো খেলার ফল অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা আর হয়নি।

এবারই প্রথম ইউরো কাপে খেলছে ফিনল্যান্ড। এর আগে তারা কোনওদিন বড় মাপের প্রতিযোগিতার মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এবারের ইউরোর প্রথম ম্যাচে ডেনমার্ককে হারিয়ে শুরুটা দারুণভাবে করে ফিনল্যান্ড। সেই ম্যাচেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন ডেনমার্কের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন।

জয় দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে চাপে পড়ে গেল ফিনল্যান্ড। গ্রুপের শেষ ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে বেলজিয়ামের। অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে রাশিয়া। তার আগে অবশ্য কাল বেলজিয়াম-ডেনমার্ক ম্যাচ। সেই ম্যাচের ফলের উপর এই গ্রুপের বিন্যাস অনেকটা নির্ভর করছে।

প্রথম ফুটবলার হিসেবে পঞ্চম ইউরো খেলে রেকর্ড গড়লেন রোনাল্ডো

লিসবন, ১৬ জুন (হি.স.) : ইউরোপের প্রথম ফুটবলার হিসেবে পঞ্চম ইউরো কাপ খেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। টপকে গেলেন লোথার ম্যাথাউজ, লুকাস পোদোলস্কির মতো একাধিক ফুটবলারকে। ২০০৪ সালে প্রথমবার ইউরো কাপে খেলেন রোনাল্ডো।

মঙ্গলবার হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ড রোনাল্ডোর দখলে। ২০০৪, ২০০৮, ২০১২ এবং ২০১৬ পর পর চারটে ইউরো খেলেছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি এবং কাপও জয় করেন। হাঙ্গেরিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দেয় পর্তুগাল। ৮৭ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করেন পর্তুগাল অধিনায়ক। সেই সঙ্গেই প্লাতিনির ৯ গোলকে টপকে ইউরো কাপে সব চেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড গড়লেন তিনি। ইউরোতে সব চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও তাঁরই দখলে। ২১টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জার্মানির বাস্তিয়ান সোয়েনস্টাইগার। তিনি খেলেছিলেন ১৮টি ম্যাচ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৬। সামনে ইরানের প্রাক্তন স্ট্রাইকার আলি দায়ির। তাঁর সংগ্রহ ১০৯টি গোল। এ বারের ইউরোতেই সেই সংখ্যা টপকে যেতে পারেন পর্তুগিজ তারকা।

ADVERTISEMENT FOR SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned from the intending bonafide and resourceful printers/ publishers/ firms/ traders of Indian origin for supplying of following articles to the Forest Department, Tripura as per terms and conditions indicated below. The quotations will be received in the office of the PCCF & HoFF, Tripura up to 3.00 PM of 22nd June, 2021 arid will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible. The Quotationer may also remain present during the time of opening of the Quotations.

Details of requirement with specification

S.N.	Description	Delivery Location	Quantity	Specification
01.	Multi colour Printing of appeals of Hon'ble Chief Minister (English and Bangla version) for celebration of Van Mahotsav-2021	Aranya Bhawan, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura (W)	5000 (copy) each	Green colour A4 paper of 75 gsm thickness
02	Multi colour Printing of appeals of Hon'ble Minister for Forests and TW Department (English and Bangla version) for celebration of Van Mahotsav-2021		5001 (copy) each	Yellow colour A4 paper of 75 gsm thickness
03	Multi colour Printing of Special cover (Envelop of 8 designs). Designs will be provided by the Department.		5000 (copy each) 5001 X 8 = 40,000	White colour envelope with a size of 23 X 11 cm Paper Thickness: 140 gsm

(P. B. Debbarma, TFS)
Divisional Forest Officer
Direction Division

ICA-C-1011/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE-JRN/PWD/2021-22 Dated: 10/06/2021

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 05/07/2021 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No.16/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 24,23,530.00	₹ 24,235.00	06(Six) Months	Appropriate Class
2	DNIe-T No.17/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 24,24,849.00	₹ 24,248.00	06(Six) Months	Appropriate Class
3	DNIe-T No.18/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 24,17,471.00	₹ 24,175.00	06(Six) Months	Appropriate Class
4	DNIe-T No.18/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 10,90,089.00	₹ 10,901.00	06(Six) Months	Appropriate Class
5	DNIe-T No.28/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 33,52,314.00	₹ 33,523.00	04(Four) Months	Appropriate Class
6	DNIe-T No.29/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 37,87,202.00	₹ 37,872.00	04(Four) Months	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 05-07-2021 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID: 05-07-2021 up to 15.30 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in.
- Class of tenderer :- Appropriate Class
- Bid Fee: Rs. 1000.00 each/(Non refundable)
- All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura
eejirania@gmail.com

ICA-C-1015/21

PNIe-T No. 15/EE/DWS/KD/2021-22 Dt. 09/06/2021

(1) DNie-T No. 83/CE/PWD(DWS)/2021-22
Period of downloading of biding documents at :- **11/06/2021** to **08/07/2021**
Deadline for online Bidding :- **08/07/2021** up to 15.00 Hours
Time & Date of pre-bid conference :- **28/06/2021** at 11.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- **09/07/2021** up to 15.30 Hours Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Divisions, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www,tripuratenders.gov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
Exetiitive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura,

ICA-C-1006/21

No. 8081/F.531/TSR-9/QM/Ration/21 Dated, the 10th June'2021.

// NOTICE INVITING TENDER //

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed tender/quotation from the Bonafide flour mill/ merchant for supplying of grinding of wheat during the financial year 2021-2022 for 9th Battalion TSR (JR-IV).

02. Tender form, terms and conditions for supplying of grinding of wheat may be collected from the Office of the Commandant, 9th Bn TSR (IR-IV), Hichacberra, Jolaibari, South, Tripura during office hours up to 21-06-21 on prayer and free of cost or the same can also be available in website **www.triuura.govt.in**.

03. Theotender will be received up to 1700 hours on on 24-06-21 and will be opened on 25-06-21 at 1100 hours, if possible.

Commandant
9th Battalion TSR (IR-IV)
E-mail:- comdt9bntsr@tripurapolice.nic.in

ICA-C-1019/21

GOVERNMENT OF TRIPURA
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
No.F.4(41)-ABV-RCC/MS/GEN/2021/7185

WALK IN INTERVIEW

Recruitment for the post of two General Surgeons (MS) under Surgical Oncology Fellowship Certificate Course in the Surgical Oncology Department under Health & Family Welfare Department, Govt. of Tripura on purely contractual basis.

Aspiring candidates may visit website of AGMC *(www.agmc.nic.in)* and NHM (www.tripuranrhm.gov.in).

Sd/- Illegible
Deputy Secretary to the
Government of Tripura.

ICA-D-339/21

গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চন্দ্রহংস জমাতিয়ার স্মরণসভায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

উত্তর প্রদেশে জনগণের আকাঙ্খার দলে উন্নীত হয়েছে বিএসপি : মায়াবতী

লখনউ, ১৬ জুন (হি.স.): বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) থেকে বরখাস্ত ৫ জনেরও বেশি বিধায়ক মঙ্গলবারই অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। অখিলেশের সঙ্গে বরখাস্ত বিএসপি বিধায়কদের বৈঠক নিয়ে সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সভাপতি অখিলেশ যাদবকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। বুধবার পাঁচটি টুইট করে সপা-কে আক্রমণ করেছেন মায়াবতী। একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মায়াবতী জানিয়েছেন, 'উত্তর প্রদেশে জনগণের আকাঙ্খার দলে উন্নীত হয়েছে বিএসপি এবং ভবিষ্যতে তাই থাকবে।'

টুইটে মায়াবতী লিখেছেন, 'কয়েকজন বিএসপি বিধায়ক তাঁদের দলে যোগ দিয়েছেন বলে মিথ্যে প্রচার করছে সমাজবাদী পার্টি। রাজ্যসভা নির্বাচনে একজন দলিত নেতাকে হারানোর জন্য, সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করায় আমরা অনেক আগেই তাঁদের সাসপেন্ড করেছিলাম।' টুইটে মায়াবতীও আরও লিখেছেন, 'সমাজবাদী পার্টি যদি এই বরখাস্ত বিধায়কদের প্রতি একটি সৎ হত, তাহলে এতদিন তাঁদের ঝুলিয়ে রাখত না। তাঁরা ভালোভাবেই (সমাজবাদী পার্টি) জানেন এই বরখাস্ত বিধায়করা যদি সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন, তাহলে সপা-র অন্দরে বিদ্রোহ শুরু হবে এবং সপা বিভক্ত হয়ে যাবে।'

সমাজবাদী পার্টিকে দলিত-বিরোধী আখ্যা দিয়ে মায়াবতী টুইটারে লিখেছেন, 'সমাজবাদী পার্টির চরিত্র ও চেহারা সর্বদা দলিত-বিরোধী ছিল, এক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তনের জন্যও তাঁরা প্রস্তুত নয়। এই কারণেই সমাজবাদী পার্টির সরকার, বিএসপি সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল।' পঞ্চম টুইটে মায়াবতী লিখেছেন, 'উত্তর প্রদেশে জনগণের আকাঙ্খার দলে উন্নীত হয়েছে বিএসপি এবং ভবিষ্যতে তা জারি থাকবে।

বালু তোলার মেশিন উদ্ধার খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। খোয়াই পহরমুড়া চা-বাগান ও পহরমুরা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় খোয়াই নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় দুটি মেশিন উদ্ধার করেছে বনদপ্তরের কর্মীরা। খোয়াই পহরমুড়া চা-বাগান ও পহরমুড়া ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় খোয়াই নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় অভিযান চালিয়ে দুইটি মিনি ডার মেশিন উদ্ধার করেছে বনদপ্তর এর কর্মীরা। বুধবার দুপুরে খোয়াই মহকুমা বনদপ্তর এর উদ্যোগে ফরেস্টার অর্জুন দেববর্মার নেতৃত্বে নদীতে অভিযান চালায়। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার পরেও কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী খোয়াই নদীর বিভিন্ন স্থানে বালু উত্তোলনের কাজ চালিয়ে আসছিল। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা কৌশলে দিন রাত বালু উত্তোলন করছিল। বালু উত্তোলনের ফলে নদী ভাঙনসহ পরিবেশের মারাত্বক ক্ষতি হচ্ছিল। অভিযানকালে বনদপ্তর এর কর্মী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোয়াই নদীর চা বাগান এলাকায় অভিযান চালানো হয়।খোয়াই চা বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুইটি ডার মেশিন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অসাধু ব্যবসায়ীরা বনদপ্তর এর কর্মীদের দেখা মাত্রই পালিয়ে যায়। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বনদপ্তর এর কর্মীরান

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া

কলকাতা,১৬ জুন (হি স): হঠাৎই থমকে গেল সত্যজিৎ রায়ের " বিমলা "। বুধেই মৃত্যুর কাছে হার মানলেন ছবির " বিমলা " অর্থাৎ নাট্যব্যক্তিত্ব স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। বুধবার দুপুরে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রয়াণে আঁধার নেমে আসলো টলিপাড়ায়। অভিনেত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া।

১৯৭০ সালে ইলাহাবাদে মঞ্চজীবন শুরু স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর। ১৯৭৮ সালে "নান্দীকার" নাট্যদলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। একাধিক ছবি থেকে নাটক সব কিছুতেই স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর অভিনয় আজও সকলকে নাড়া দেয়। কিন্তু তারই মাঝে ঘনিয়ে এলো খারাপ সময়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। ২১ দিন আইসিইউতে থাকার পর এদিন মৃত্যু হয় স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর। মৃত্যুকালে অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল ৭১। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রয়াণে নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার শোকজ্ঞাপন করে জানান, "সবটাই তো বিশেষ। কখনও স্মৃতিচারণা করতে হবে ভাবিনি। ওঁর সঙ্গেই আমার বেড়ে ওঠা। অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে ওঁর সঙ্গে। নান্দীকারে যখন অভিনয়ের জন্য প্রথম পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। সেই পরীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। আমার শিক্ষিকা ছিলেন উনি। একসঙ্গে একাধিক অভিনয় করেছি "।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর প্রয়াণে টুইট করে অভিনেতা দেব লেখেন, " বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আরও এক নক্ষত্র পতন । চলে গেলেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত।

শ্রীনগরের কাছে এনকাউন্টারে নিকেশ জঙ্গি, দু'টি গ্রেনেড ও পিস্তল উদ্ধার

শ্রীনগর, ১৬ জুন (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নওগামের ওয়াগুরা এলাকায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। আরও একজন জঙ্গি সম্ভবত লুকিয়ে রয়েছে। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম-উজাইর আশরাফ দার। ওই জঙ্গির বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায়। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৬ রাউন্ড গুলি ও দু'টি গ্রেনেড।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নওগামের ওয়াগুরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে দু'জন জঙ্গি। জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার রাত থেকেই ওই এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ। জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকা স্থানে সুরক্ষা বাহিনী পৌঁছনো মাত্রই সন্ত্রাসীরা গুলি চালাতে থাকে। পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেয় বাহিনী, চারিদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। সারারাত চলতে থাকে অভিযান। এরপর বুধবার সকালে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, নিহত জঙ্গি শোপিয়ানের বাসিন্দা উজাইর আশরাফ দার। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৬ রাউন্ড গুলি ও দু'টি গ্রেনেড।

গুজরাটে গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১০ শোকে বিহ্বল প্রধানমন্ত্রী

আনন্দ, ১৬ জুন (হি.স.): গুজরাটের আনন্দ জেলায় যাত্রীবাহী গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ১০ জন সদস্য। মৃত ১০ জনের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আনন্দ জেলার তারাপুরের কাছে ইন্দ্রনজ গ্রামের সন্নিকটে। আনন্দ জেলার তারাপুর এবং আহমেদাবাদ জেলার ভাটামানের মধ্যে সংযোগকারী রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বিপরীত দিক থেকে ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ির সংঘর্ষ হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, যাত্রীবাহী গাড়িটি ভাটামান অভিমুখে যাচ্ছিল, সেই সময় বিপরীত দিক আসছিল একটি ট্রাক, ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একটি শিশু-সহ গাড়ির ভিতরে থাকা ১০ জনেরই। মৃতদেহগুলি তারাপুর রেফেরাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, গুজরাটের আনন্দ জেলায় পথ দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যুতে দুঃখিত প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বিশাখাপত্তনমে গুলিতে খতম ৬ জন মাওবাদী, উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র

বিশাখাপত্তনম, ১৬ জুন (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলায় অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের গ্রেহাউন্ড বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে সিপিআই(মাওবাদী) সংগঠনের ৬ জন সদস্য। নিহত ৬ জন মাওবাদীর মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে। বুধবার সকালে বিশাখাপত্তনম জেলার কোইয়ুরু গ্রামের কাছে মাওবাদী ও পুলিশের গ্রেহাউন্ড বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৬ জন মাওবাদী। ডিজিপি অফিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৬ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সকালে বিশাখাপত্তনম জেলার মামপা থানার অন্তর্গত কোইয়ুরু গ্রামের কাছে তিগালামেত্ত জঙ্গলে মাওবাদী ও পুলিশের গ্রেহাউন্ড বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। এনকাউন্টারে ৬ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর, এই কার্বাইন, তিনটি।

চুড়াইবাড়িতে যান চালকদের পথ অবরোধ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে যান চালকদের। ক্ষুব্দ যানবাহনের চালকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে।দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি চেক পোস্টের পরিবহন ব্যবস্থায় বিভিন্ন অনৈতিক কাজকর্ম চলেছে। অবশেষে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও চুড়াইবাড়ি চেক পোস্টের অনৈতিক কাজকর্মের লাগাম টানতে চুরাইবাড়ি প্রবেশদ্বারের পরিবহন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ছুটে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এসে কড়া ভাষায় উনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিলেন চুড়াইবাড়ি চেক পোস্টের চেকিং-সহ অন্যান্য ব্যবস্থায় কোনও ঢিলেঢালা ভাব রাজ্য সরকার বরদাস্ত করবে না। চুড়াইবাড়িতে কর্মরত যুগ্ম পরিবহণ কমিশনারের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কয়েক দিন যেতে না যেতেই আবারও চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টের পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে শুরু করল। বেশকিছু যানচালক চেকপোস্টের পরিবহন দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে। যান চালকদের অভিযোগ প্রতিদিন পরিবহন দপ্তরের কর্মীরা তাদের মর্জি মতো নতুন নতুন আইন লাগু করছেন। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যান চালকদের।

এমনকি, কিছু কিছু চালকের অভিযোগ মোটা অংকের জরিমানার ভয় দেখিয়ে নিরীহ যান চালকদের কাছ থেকে পরিবহন কর্মীরা তাদের ইচ্ছামত আইনের ধারা বসিয়ে জরিমানা সংগ্রহ করছে। একাংশ যান চলকের আরো অভিযোগ চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবহণ দফতরের কর্মীরা যান চালকদের সাথে দ্বিচারিতা করে চলেছে। তাদের ইচ্ছে মত একাংশ লরি অল্প জরিমানায় ছাড়ছেন তো আবার বেশকিছু লরিকে মোটা অঙ্কের জরিমানার ভয় দেখিয়ে আটকে রেখেছে। এতে বহু কাঁচামাল পচে নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এর দায়ও নিতে চাইছে না পরিবহণ দফতরের কর্মীরা। গোটা বিষয় নিয়ে চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

চেকপোস্টের একাংশের কর্মীদের বদান্যতার কারণে যানবাহনের চালকরা প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছে বলেও অভিযোগ। অবিলম্বে এ ধরনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা।

মৃত্যু অথবা পদত্যাগ করলেই জাতীয় সভাপতিকে সরানো সম্ভব ঃ চিরাগ পাসোয়ান

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-র অন্দরে বিরাজমান "বিদ্রোহ" নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন চিরাগ পাসোয়ান। ভারাক্রান্ত মনে বুঝিয়ে দিলেন তিনি নিজেকে এখন "অনাথ" মনে করছেন। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, 'আমি যখন ভালো ছিলাম না তখন এই সমস্ত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এমনকি আমি নিজের কাকার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি।' চিরাগকে সংসদীয় দলের নেতার পদ থেকে সরানো হয়েছিল গত সোমবারই। ভাইপো চিরাগ পাসোয়ানকে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকেও সরিয়েছেন কাকা পশুপতি কুমার পরশ। এলজেপি-র নয়া সংসদীয় দলের নেতা পশুপতির নেতৃত্বে মঙ্গলবার দিল্লিতে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চিরাগ বলেছেন, 'দলনেতা নিয়োগ সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত, সাংসদের নয়...শোনা যাচ্ছে দলের জাতীয় সভাপতির পদ থেকে আমাকে সরানো হয়েছে। দলের বিধান অনুযায়ী, মৃত্যু হলে অথবা পদত্যাগ করলেই জাতীয় সভাপতিকে সরানো সম্ভব।'

উৎকণ্ঠার সঙ্গে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, 'যখন আমার বাবা ও অন্যান্য কাকারা মারা গিয়েছিলেন, তখন আমি কাকার (পশুপতি কুমার পরশ) দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। যখন আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন তখনও আমি অনাথ হইনি। কিন্তু এখন....' চিরাগ বলেছেন, 'বাবা যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তখন অনেকেই দলকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে আমার কাকা (পশুপতি) ও দলীয় নেতাদের বাবা জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। অনেকেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না।' নীতীশ কুমারের জেডি (ইউ)-কে আক্রমণ করে চিরাগ বলেছেন, 'বিহারে নির্বাচনের সময়, তার আগে ও পরেও, কিছু মানুষ এবং বিশেষ করে জনতা দল ইউনাইটেড আমাদের দলকে ভেঙে ফেলার নিরন্তর চেষ্টা করেছিল।'

করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে প্রস্তুতি দিল্লির, বড় ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): কোভিডের তৃতীয় ঢেউ থেকে বাঁচতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি সরকার। বিগত কিছু দিনে দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে অক্সিজেনের প্লান্ট বসানো হয়েছে, অক্সিজেনের কনসেনট্রেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি সরকার। কিন্তু, মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের যথেষ্ট অভাব দেখা গিয়েছে, তাই হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রস্তুত করার বিষয়ে বড় ঘোষণা করলেন কেজরিওয়াল।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গে, মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের যথেষ্ট অভাব দেখেছি আমরা। তাই ৫ হাজার হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রস্তুত করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। আইপি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দু'সপ্তাহের জন্য ৫০০০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দিল্লির ৯টি প্রধান মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে তাঁদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।' কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'তাঁরা চিকিৎসক ও নার্সদের সহায়তা করবেন। নার্সিং, প্যারামেডিক, লাইফ-সেভিং, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং হোম কেয়ারের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১৭ জুন থেকে ইচ্ছুকরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন, ২৮ জুন থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং যাঁরা ১৮ বছরের ঊর্ধে তাঁরা আবেদন করতে পারবেন।'

অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে শিশু সুরক্ষা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুন।। সিপাহীজলা জেলায় করোনায় পিতৃহীন অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট। সম্প্রতি অদৃশ্য ভাইরাস কেড়ে নেয় বিশালগড় পূর্ব লক্ষীবিলের অলক দেবনাথের প্রাণ । তাঁর অকাল মৃত্যুতে স্ত্রী বুল্টি দেবনাথ দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছেন। সিপাহীজলা জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি এর নির্দেশে মঙ্গলবার সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল অসহায় পিতৃহারা শিশুদের বাড়িতে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমাজকল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক ডঃ চন্দ্রানী বিশ্বাস,মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ডিস্ট্রিক্ট সারভাইলেন্স অফিসার অন্তরা বণিক। ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিমে জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের পক্ষ থেকে পিতৃহীন দুই শিশুকে প্রতিমাসে দুই হাজার করে মোট চার হাজার টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা দেন। এছাড়া বিশালগড়ের ঘনিয়ামারার চন্দন ঘোষ কিছুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে না ফিরার দেশে চলে যান। এই পরিবারেও রয়েছে দুই শিশু। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে পরিবারটিতে। স্ত্রী মিঠু রানী ঘোষ দুই সন্তানকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছেন। প্রয়াত চন্দন ঘোষের অসহায় দুই শিশুকেও দুই হাজার টাকা করে প্রতিমাসে প্রদান করা হবে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ খুশি। করোনায় মৃত পরিবারের অসহায় মানুষদের পাশে সরকার থাকবে বলে জানান জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি।

কমলপুরে বিএসএফের উদ্যোগে ফলের বাগান গড়ে তোলা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। বীর শহীদ ইন্সপেক্টর 'কারটার চান ' স্মৃতির উদ্দেশ্যে ধলাই জেলার কমলপুরের রাঙ্গিছড়ায় তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ বিওপিতে বুধবার একটি ফলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। বুধবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কমলপুরের প্রত্যন্ত রাঙ্গিছড়ায় তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ বিওপিতে বীর শহিদ ইন্সপেক্টর 'কারটার চান ' স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফলের বাগান তৈরী করা হয়। এদিন বিওপিতে রকমারি ফলের চারা গাছ রোপন কর্মসূচী পালন করা হয়।বুধবার বীর শহীদ ইন্সপেক্টর 'কারটার চান' প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ডিআইজি রাজীব কুমার দোয়া, তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের কমান্ড্যান্ট জি আর সিং। তাছাড়া, উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের টুআইসি সহ ব্যাটেলিয়ানের বিভিন্ন অফিসার গন। এরপর বীর শহীদ কারটার চান স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফলের বাগানের ফিতা কেটে সূচনা করে ফলের চারা রোপণ করেন বিএসএফের ডিআইজি রাজীব কুমার দোয়া ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের কমান্ড্যান্ট জি আর সিং সহ বিএসএফ তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের অন্যান্য অফিসারগণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালে ৯ ডিসেম্বর পাঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলার বোডলা গ্রামে পাকিস্তানি উগ্রবাদীদের রুখতে ডিউটিতে থাকা তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফের ইন্সপেক্টর কারটার চান বিশাল বিএসএফের ফোর্স নিয়ে ওই ঘটনাস্থলে যান। উগ্রপন্থীদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। উনার চালিত গুলিতে তিনজন সন্ত্রাসবাদির মৃত্যু হয়।

একটা সময় উগ্রপন্থীদের গুলি উনার মাথায় বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই উনার মৃত্যু হয় তার। ভারত সরকার প্রয়াতঃ অফিসারকে 'পুলিশ মেডেল অব গ্লানটি' পুরুস্কারের ভূষিত করে। এ বিষয়ে বিএসএফের ডিআইজি রাজীব কুমার দোয়া বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বিওপিতে গড়ে তোলা ফুলের বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য তিনি জওয়ানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

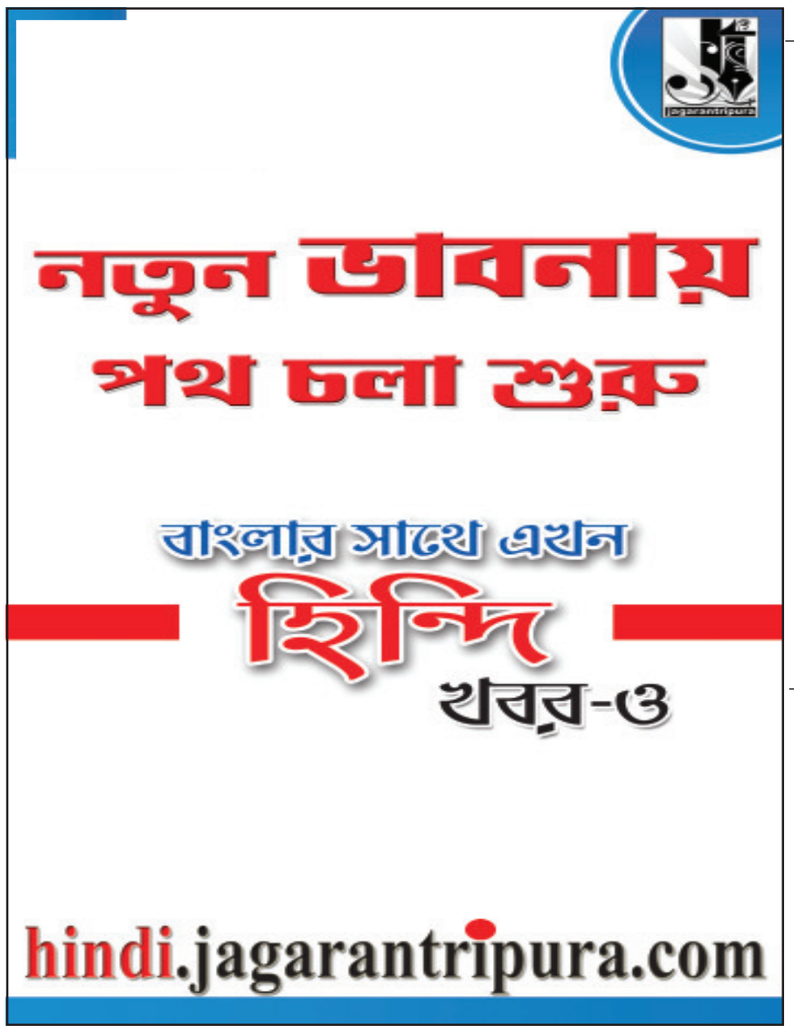

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।